মডেলভ্রাতা

বা

আদর্শ-যুবক।

প্রথম ভাগ।

"যেমন আছ, তেমনি থাক, বাঁচবে যাতে মান,
ময়ূর সেজে দাঁড়কাকের, ঠোকর পরিণাম।"

দুকান-মলা।

---

২৩১ নং আপার চিৎপুর রোড হইতে
শ্রীগিরিশচন্দ্র মণ্ডল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৮০ নং অপার চিৎপুর রোড—মণিরাম যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩।

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল নানা লোক নানা পুস্তক লিখিতেছেন, অজ্ঞ বিজ্ঞ বিচার নাই, যাঁহার সময় আছে, কালি আছে, কলম আছে. আর অল্প পয়সার জোর আছে, তিনিই গ্রন্থকার হইয়া উঠিতেছেন, এ হেন বেওয়ারিশ বাজারে আমি নিশ্চিন্ত থাকিব কেন? তাই দুটা কথা লিখিতেছি।

এ গ্রন্থ খানি কি উপন্যাস?—না না, সুধু উপন্যাস বলিলে জোর হয় না, এখানি—সমাজ চিত্র, না না তাহাও নয়, অশিক্ষিত উদ্ধত যুবক চিত্র বলিলেই ভাল হয়।

ইহাতে অষ্টবজ্র নাই—চন্দ্রের সুবিমল ছায়া নাই, বসন্তের মলয় সমীরণ নাই, ইন্দ্রের শ্রীমতী শচীও নাই, নরেন্দ্রের মিসেস্ পাঁচীও নাই।—পৌষের হাড় ভাঙ্গা শীত আছে, বর্ষার প্রবল ধারা আছে, আর ইহাতে ইন্দ্র হইতে নরেন্দ্র, হরেন্দ্র যোগেন্দ্র অনেক আছে। ইহাতে নব্য বাবু আছে, অতি বৃদ্ধ আছে, শিক্ষিতা আছে, অশিক্ষিতা আছে, প্রাণ ভুলানি আছে, হাড় জ্বলালি আছে, চন্দ্র আছে, কুমুদিনী আছে, রমণীর চারু চিত্র আছে—তখন নাই কি? পাঠক, ইহাতে মহিষাসুর বধের প্রক্রিয়াও দেখিতে পাইবেন, আবার বিশমোল্লায় জবাই করাও প্রত্যক্ষ করিবেন। প্রাণ ভরিয়া যেমন হাসিবেন, আবার তেমনি অন্তরের কান্না কাঁদিবেন।

জগৎ সুদ্ধ আমার ভ্রাতা, তাই ইহার "মডেল ভ্রাতা" নাম দিলাম। এখন স্ত্রী-পুরুষ যুবক যুবতী, বিশেষতঃ অন্ধ মূর্খ সংসারে সাবধানে পাদক্ষেপ করিতে শিক্ষা করেন, ইহাই গ্রন্থকারের বিনীত প্রার্থনা। উপসংহারে ব্যক্তব্য যে ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই।

কলিকাতা।
২৫শে চৈত্র ১২৯৩ } শ্রীঃ—

মডেল ভ্রাতা।

—::—

(উপন্যাস।)

—×—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৰ্দ্ধমানের অন্তঃপাতি মজিলপুর গ্রামে নগেন্দ্র বাবুর বাস। বাটিটি পুরাতন, তায় জীর্ণ, সংস্কারাভাবে আরও শীর্ণ। নগেন্দ্র বাবুর বয়ঃক্রম এই পঁচিশের মধ্যে, দেখিতে বেশ মোটা সোঁটা, কাল কোল, ঘাড়ে গৰ্দ্দানে এক, একটি বিয়ারের পিঁপে বিশেষ। দেখিলেই কেমন বোকা বোকা, ন্যাকা ন্যাকা, দুষ্টু দুষ্টু বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ লোকটা তত বোকা নয়। নগেন্দ্র যখন Second book পড়েন, তখন

বাড়িতে আসিয়া মাতাকে বলিতেন "মা জল দি rice give" মা বলিতেন "কি বল্‌চ বাবা" "rice rice" বলিয়া নগেন্দ্র ভ্রূকুটি করিতেন ; মাতা সতৃষ্ণ নয়নে সেই বিকট বদন প্রতি চাহিয়া মনে মনে ভাবিতেন "আহা বাছার উপর মা সরস্বতীর বড় অনুগ্রহ।" কিছুদিন পরে নগেন্দ্র বাবুর ইংরাজিতে আরও একটু দখল হইলে, তিনি কথায় কথায় পিতাকে old fool বলিতেন। পিতৃদেব রাগ করিলে নগেন্দ্রের মাতা তাঁহাকে বলিতেন "না না ও গাল নয়, বাছার আমার ঐ ওব্বেস, ছেলে বেলায় দেখ্‌তে না ও আমার সঙ্গে ইংরিজি কইত।" পিতা আর কিছু বলিতেন না, মনে করিতেন তবে বুঝি তাঁহারই ভুল। বাপ পিতামহের, আশীর্ব্বাদে নগেন্দ্র বাবুকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি পাইতে হইল না, তিনি অল্প দিন মধ্যেই আউট্‌ হইয়া গেলেম।

নগেন্দ্র ভাবিলেন চাকুরী সহজেই জুটিবে, কিন্তু তাহা হইল না; তখনও চাকুরীর বাজার বড় গরম, সুতরাং তাঁহাকে কতকটা হতাশ হইতে হইল। সংসার অসচ্ছল, তায় যুবতী ভার্য্যা, পয়সা না হ'লে চলে কি? কিন্তু অর্থাগমের উপায়?

দুর্জ্জয় পৌষের শীত নগেন্দ্র বাবুকে বড় কাবু করিয়াছে, পায়ে মোজা নাই, সুধু চটি জুতা, গায়ে জামা নাই, একখানি ছেঁড়া র্যাপার, লেখা পড়া শিখিয়া কি এ বেশে থাকা যায় গা? থাকুক্ না থাকুক্ ভদ্র না সাজা কি ভাল দেখায় গা? নগেন্দ্র বাবু বাঙ্গলা ইংরাজি, সংস্কৃত তিন তিনটী ভাষা শিখুন না শিখুন পড়িয়াছেন ত? বুঝুন না বুঝুন সেক্সপীয়ার পড়েন ত! পড়ুন না পড়ুন, গীতার কথা পাড়েন ত? আর সকলের উপর এক কথা, সংবাদ পত্রে সংবাদ লেখেন, আঙ্গুল গুণিয়া পয়ার লেখেন। লোকে অবাক্,

নগেন্দ্র বাবু মুচ্‌কি হাসেন, কিন্তু হাসিবার কালে তাঁহার অল্প হাঁ। হয়, জিহ্বা ঈষৎ বাহির হয়, এটা যেন কেমন কেমন দেখায়।

নগেন্দ্র বাবুর একটী বিশেষ গুণের কথা বলিব। তিনি বয়সকালে পিতাকে Old-fool বলিতেন বটে, কিন্তু "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লজ্জিত হইতেন না, এটা গৌরবের কথা বটে। আজ কাল পিতাকেও বাবু বলিয়া ডাকিবার প্রথা হইয়াছে। কোন একটী বিএ, বি,এল, উপাধিধারী অল্প পসার সম্পন্ন উকিল, তাঁহার পিতাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কোন কার্য্যোপলক্ষে সমাগত একটি লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ওটী কে?" উকিল বাবু মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন "বাড়ীর পুরাণো সরকার!"

কথাটী তাঁহার কাণে যায়, তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "হাঁ বাড়ির পুরাণো সরকার বটে, তবে ওঁর মার সঙ্গে আমার একটু পীরিত

আছে, হয় কি না হয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।"
বাবুতো একেবারে অধোবদন, তবে বেহায়ার লজ্জা
বড় কম। যাহাই হউক নগেন্দ্র বাবুর পিতাকে কখন
সেরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই।—তবে একটা
কথা আছে—উকিল বাবু নূতন আউস—নগেন্দ্র
বাবু পুরাতন চাউল, তাই একটু দমে ভারি।

পাঠক! উকিল বাবুকে দেখিবার জন্য
এখনি ব্যস্ত হইবেন না। ইহার দ্বিতীয় ভাগে সেই
শাম্‌লা রূপী গোবর্দ্ধন ধারী, আদালতরূপী
রাসবিহারী উকিল বাবুকে জাজ্বল্যমান দেখিতে
পাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দশটা, পল্লি প্রায় নীরব, এমত সময়ে একটী কক্ষ মধ্যস্থ তক্তাপোষে যুবক যুবতী শায়িত। শয্যা মলিন,—জীর্ণ, বালিশ ওয়াড়হীন, তাহাতে পুরাতন কাপড় জড়ান। যুবতীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র, বড়ই লজ্জাশালা, দেখিতেও মন্দ নয়—নাম প্রমদা। যুবকটি নগেন্দ্র বাবু।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন "প্রমদা।"

প্রমদা। মৃদুস্বরে কহিলেন "কেন।"

নগেন্দ্র। কি ফিস্ ফিস্ করে কথা কও।

প্রমদা। ও ঘরে যে বাবা শুয়ে।

নগেন্দ্র। তা থাক্‌লেই বা।

প্রমদা। চুপ কর, শুন্‌তে পেলে কি মনে কর্‌বেন্।

নগেন্দ্র। মনে আবার কি কর্‌বেন, আজ কাল সকল স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়।

প্রমদা। আমি তা পার্‌ব না।

নগেন্দ্র। কেন ?

প্রমদা আমার লজ্জা করে।

নগেন্দ্র। কচি খুকি আর কি, আজ কাল শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা দিনের বেলা বাপ মার সাক্ষাতে ঘোম্‌টা খুলে স্বামীর সঙ্গে কথা কয়। স্বামীকে "প্রাণেশ্বর, নাথ, জীবিতেশ্বর" প্রভৃতি আরও কত মধুর সম্বোধনে পত্র লেখে। কেবল তুমিই পার না।

প্রমদা। তারা যে সহরের মেয়ে।

নগেন্দ্র। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা বুঝি জানে না।

প্রমদা। জান্‌তে পারে, আমি জানিনে তা কি কর্‌বো বলো।

নগেন্দ্র। শিখ্‌তে হবে।

প্রমদা। শেখাও, কিন্তু আমি বেহায়া হ'তে পারব না।

নগেন্দ্র। লেখা পড়া শিখ্‌লে আপনি সভ্যতা শিখ্‌বে।

প্রমদা। সভ্যতা কি ?

নগেন্দ্র সরোষে কহিলেন "যাকে তুমি বেহায়াম বল্‌চো।"

প্রমদা। তবে আমি লেখা পড়া শিখ্‌ব না।

নগেন্দ্র। না শেখ, কিন্তু এর পর আমার দোষ দিও না, আমি এত জ্বালা সইতে পারিনে। পণ্ডিত লোকের মূর্খ স্ত্রীতে যে কি যাতনা তা তুমি কি জান্‌বে। সুধু মূর্খ, আবার অসভ্য।

প্রমদা। আমাকে বেহায়া বল্‌চ ?

নগেন্দ্র। হাঁ হাঁ।

প্রমদা। কিসে ?

নগেন্দ্র। জামা পরনা, জাঙ্গিয়া পরনা, জ্যাকেট

পয়না, বডি পয়না, আবার বাকি কি।

প্রমদা। মেয়ে মানুষের ওসব পর্‌বার কি দর-কার?

নগেন্দ্র। ঐ ত সভ্যতার সোপান।

প্রমদা। আমার যে লজ্জা করে।

নগেন্দ্র। তোমার জামা গায়ে দিতে লজ্জা করে, আর কৃষ্ণ বাবুর স্ত্রী কি করে ফিরিঙ্গি খোঁপা বেঁধে, বডি এঁটে, মুচ্‌কি হেসে আমার সঙ্গে কথা কয়।

কৃষ্ণ বাবু নগেন্দ্রের বাল্যবন্ধু, তাহার সহিত নগেন্দ্রের অভেদাত্মা, এক প্রাণ বলিলেই হয়।

প্রমদা। যে পারে, সে পারে।

নগেন্দ্র। তোমায় কৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে কথা কইতে হবে।

প্রমদা। তা আমি পার্‌বনা, পর-পুরুষের সঙ্গে কথা কওয়া! ছি ছি, ও কথা বলনা।

নগেন্দ্র। সে হ'ল পর-পুরুষ, আর আমি বুঝি কৃষ্ণ বাবুর স্ত্রীর আপনার পুরুষ ?

প্রমদা। আমি কি তা বল্‌ছি ?

নগেন্দ্র। বল্‌চ না ত কি।

প্রমদা। আমি না পারলে কি কর্‌বো বল।

নগেন্দ্র। আমার মাথা আর মুণ্ড কর্‌বে, ছি! ছি! ছি! "শুনিয়া তোমার কথা ইচ্ছি মরি বারে।"

প্রমদা। ও আবার কি কথা।

নগেন্দ্র। ছি প্রমদা, ছি ছি, তোমার কথা শুনে সত্য সত্যই মরিতে ইচ্ছা হয়। যে মহা-কবীর অমৃতময়ী মধুর ছন্দে তোমার সহিত কথা কহিলাম, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তুমি তাহার কিছুই বুঝিলে না। অন্যা শিক্ষিতা রমণী হইলে আজ তিনি তাঁর স্বামীর কত আদর করিতেন, স্বামীকে আরও কত ভাল বাসিতেন। হা ঈশ্বর, দয়াময়, জানি না আপনি কি পাপের প্রায়শ্চিত্য

স্বরূপ একরূপ হস্তি মূর্খা স্ত্রীকে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, কবি সত্য সত্যই বলিয়াছেন,—

"নাহি জানে নৃত্য গীত, ইয়ারকিতে নাহি চিত
সুধু ভাল বাসা নিয়ে কি হবে সংসারে।"

সত্য প্রমদা, একথা বড় সত্য, ইহার প্রত্যেক বর্ণ সত্য। শিক্ষিত স্বামী স্ত্রীর সহিত ভাসা ইয়ার্কি ভাল বাসে না, intelectual talk চায়, তবে তার প্রাণে শান্তিবারি বর্ষিত হয়, কিন্তু প্রমদা তুমি ঘোর অশিক্ষিতা, ঘোর অসভ্যা, তাহার উপর শিক্ষায় অনিচ্ছা, উপদেশে অবহেলা, কিন্তু আমার দোষ নাই, ইহার প্রতিফল অবশ্যম্ভাবী জানিও।

নগেন্দ্র যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন প্রমদা শতধারে রোদনশীলা। প্রমদাকে রোদন পরায়ণা, দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেন আরও আগুণ জ্বলিয়া উঠিল, বলিলেন "ছিঁচ্ কাঁদুনে, ছি ছি, বাল্য বিবাহের কি বিষময় পরিণাম, না না

সুধু তাই নয়—বিবাহের অংশী নির্ব্বাচন নাই, অহো, কি পরিতাপ, এই তাহার বিষময় ফল, প্রমদা তুমি নিচে শোও, তোমার সহিত একত্রে শয়ন করিয়া অঙ্গ কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার মুখাবলোকন করিলে আমার হৃদয় জ্বলিয়া যায়, অঙ্গে যেন blisterএর জ্বালা ধরে।

প্রমদা। মেজে যে বড় স্যাঁৎ সেঁতে, কি পাড়্‌ব ? ঘরে পাড়্‌বার আর ত কিছু নেই।

নগেন্দ্র। পাড়্‌বে আবার কি, অম্‌নি শোও।

প্রমদা আর একটী কথাও কহিলেন না, মাটির মেজেয়, বিনা উপাধানে, বিনা অঙ্গাবরণে, সেই পৌষের দুর্জ্জয় শীতে শয়ন করিলেন, কিন্তু মেজের শীতলতা হেতু তথায় শুইতে পারিলেন না, কম্পান্বিত কলেবরে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। স্বামীর উপর রাগ করিলেন না, মনে মনে বলিলেন " মা মঙ্গলা, ওঁর মতি গতি ভাল, কর মা।"

নগেন্দ্র বাবু প্রমদার কথা ভাবিলেনও না, লেপে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া সটান শয়ন করিলেন। কেবল অবলা প্রমদার বক্ষের উপর দিয়া শীত আপন দুর্জ্জয় আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল।

২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

দারুণ গ্রীষ্ম, নগেন্দ্র বাবু—একটি বাটিতে বসিয়া আপন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাতাস করিতেছেন। বাটিটি নূতন—সামনেটি একতালা—সম্মুখে পূজার দালান, দালানের উত্তরে দোতালায় একটি বসিবার ঘর, বামে অন্দরমহল। বাটিতে প্রবেশ করিবার পথের দুই ধারে দুইটি বৈঠক খানা ঘর। একটি বেশ স্প্রীংএর গদী সম্বলিত চেয়ার শোফায় সজ্জিত, অপরটিতে ঢালাবিছানা। বাটির সম্মুখভাগের কিঞ্চিৎ উত্তরে একটি পুষ্করণী, তাহার একটি কোণে একটি কদম্ব বৃক্ষ, বৃক্ষে কতকগুলি পাখি গ্রীষ্মাতিশয্যে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। কাহারও একটি পাখাও নড়িতেছিল না।

গৃহকর্ত্তা বিদেশবাসী, তিনি ব্রীটিশ গভর্ণ-মেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—তাঁহারই একমাত্র কৃতবিদ্য সন্তান অমরচন্দ্রের নিকট নগেন্দ্র বাবু ১৫৲ টাকা বেতনের চাকরী করেন। নগেন্দ্র বাবুকে কম পরিশ্রম করিতে হয় না, অমর বাবুর সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়, প্রুফ দেখিতে হয়, চিঠি লিখিতে হয়, আবার মোড়ক লিখিয়া পোষ্টে বিলি করিতে হয়—নগেন্দ্র বাবু এতগুলি কার্য্যের সর্ব্বেসর্ব্বা—কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দেন—আমি——পত্রিকার সহকারী সম্পা-দক, আমারই উপর লেখার সমস্ত ভার।

নগেন্দ্র বাবু বাল্যাবধি হুজুগ প্রিয়—তাঁহার সে অভ্যাস কখন গেল না, যাইবেও না। একবার অমর বাবু স্থানান্তরে থাকায় নগেন্দ্র বাবু তথা কার জজ সাহেবের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া খুব হুজুগ লাগাইয়া ছিলেন,—হুজুগই তাঁহার জীবনের ইষ্ট মন্ত্র। অমর বাবু অনেক কষ্টে

সেই হুজুকাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। নগেন্দ্র বাবু শেয়ালেখেকো পাঁঠি গোছ দুই একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন গ্রহবৈগুণ্যে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার মনের দুঃখ মনেই রহিল। হৃদয়ের চিতানল নিভৃতে হৃদয়মধ্যে অল্প ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল।

আজ প্রায় এক বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল, কিন্তু নগেন্দ্র বাবু এত এন্তাজারি আর করিতে পারেন না, যাহাতে হুজুগ নাই সে আবার কাজ, তিনি মনে মনে নানা বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শেষ এক খানি হুজুগ প্রধান সংবাদ পত্র চালাইবার স্থিরসংকল্প করিলেন, কিন্তু চলে কিসে, কুব্জ ত চিত হইয়া শয়ন করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পারে কই? সেরূপ সংবাদ পত্র চালাইতে অনেক টাকার আবশ্যক, কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর সে টাকা কই?

নগেন্দ্র বাবুর আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবা

মাত্র আপন অভিষ্ঠ সাধনার জন্য উৎসুক, মনে মনে কতই ভাঙ্গেন কতই গড়েন, কিন্তু কিছুই হইয়া উঠে না।

অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় নগেন্দ্র বাবুর আশালতা মুকুলিত হইবার উপক্রম হইল। নগেন্দ্র বাবুর একটি বন্ধু ছিলেন, তাঁহাকে অংশিদার ঠিক করিলেন, তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন। লোকটির নাম জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস রায়—লেখা পড়ায় তাদৃশ দখল না থাকিলেও বেশ চতুর—বড় মিস্তুক, মিষ্টালাপি, কর্ম্মঠ ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি। তবে তিনি কাহারও হাতে যাইবেন না, এইরূপ ঠিক করিয়া কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বাঙ্গালির অংশিদারিতে কি সুখ তাহা তিনি বেশ জানিতেন, তথাপি ভদ্র-লোককে কথা দিয়াছি বলিয়া আর সাত পাঁচ ভাবিলেন না, টাকার জোগাড়ে রহিলেন। আজি নগেন্দ্র বাবু তাঁহারই নিকট হইতে আসিয়া ঘর্ম্মাক্ত

কলেবরে আপন কার্য্যস্থানে বসিয়া আপন উত্তরীয়ে বিজন করিতেছেন।

নগেন্দ্র বাবু বসিয়াই বলিলেন "এত এক রকম ঠিক—তবে না আঁচালে বিশ্বাস নাই—কতক টাকা যত দিন বার না কচ্চে তত দিন কিছুই কিছু নয়—ছোঁড়া চালাক্ বটে—ফাঁদে পা দেয় না। তবে দেখা যাবে আমার বুদ্ধির জোর থাকে ত সব হবে। বখরাদার চিরকাল রাখা কিছু নয়—না হয় সে যা advance কর্‌বে তার double the amount তাকে দিয়ে বল্‌ব "ভাই তোমার টাকার ত ডবল পেলে, আর আপনা আপনি বখরাদারি কিছু নয়—কি জানি যদি লোকসান হয় তা হলে কথা জন্মাবে, আর এ বন্ধুত্ব টুকু থাক্‌বে না, তাতে যদি ঘাড় নাড়েন, তা আমি ত ধর্ম্মে খালাস, একবারে স-সে-মী-রে করে ফেল্‌বো। আর যদি লোকসান হয় তা হলে তার কপাল মন্দ আমি কর্‌বো। Man must be

enterprising অমর বাবুর যে রকম পয়সা আছে সে রকম যদি enterprising হতেন, আর আমার বুদ্ধিমত চল্‌তেন, তা হলে কাটিয়ে ফেলতাম।”

দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্র বাবুর চক্ষু রক্তাভ হইল, নাসিকা স্ফুরিত হইল, ওষ্ঠযুগল বিকম্পিত হইল, বলিলেন, That old nigger father-in-law of mine বেটা কি বদমায়েস! কেন, সে কি আমায় এ সময় দুশো পাঁচ্‌শো দিয়ে উপকার কর্‌তে পার্‌তো, না। নিশ্চয়ই পারতো. কেবল বজ্জাতি,—কেবল বজ্জাতি। কিন্তু এর প্রতিফল নিশ্চয়ই দবো, শ্বশুর বলে কখনই মাপ কর্‌বো না। তার মূর্খ অসভ্য মেয়ের আমার মত স্বামী হওয়া যে কত সৌভাগ্যের বিষয় তা ত ভাবে না। পড়বার সময় আমায় মাসে ৮।১০ টাকা দিত, আবার সেই কথা বলে! আমাকে obligationএ bind কর্‌তে চায়, পোড়া কপাল আর কি—I dont care a fig for it. দিতেন.নিতাম, না দিতেন

নাই নিতাম, আমায় কি দিন কাট্‌ত না। যেমন করে হোগ্‌ ম্যানেজ হয়ে যেত। এই কাগজ খানা বেরুগ না, যে দিন বেরুবে সেই দিনই আর একটা বিয়ে করবো; তবে এদেশে নয়,— এদেশে কেউ সহজে দেবেও না, আর দিলেও নয়— এবার কলকাতা বা তারই কাছাকাছি কোন যায়গায় বিয়ে কর্‌তে হবে। একটি সভ্যা শিক্ষিতা অর্দ্ধাঙ্গিনী করে প্রাণ জুড়াব। ছি! ছি! প্রমদার মত গোবর গণেশ মাগ যেন কারো হয় না। মাগ হবে চালাক চোস্তা তবেত! হাসিটী মুখে লেগেই আছে, রসালাপের ছড়াছড়ি, গূঢ় রহস্যের তাৎপর্য্য ভেদে সমর্থা। আমি যদি বলি "আমি যেন চাঁদ খানি" অমনি মধুর হেসে বল্‌বে না যে, "আমি সুধা প্রয়াসিনী কুমুদিনী!"—সেই ত মাগ! মেগের মতন মাগ! আমায় এবার একটি specimen মাগ কর্‌তে হবে, বন্ধু বান্ধবেরা যেমন হাসে, তাদের একে দেখে যেন হিংসে হয়—আমাকে কথায় কথায়

ভাগ্যধর বলে। আমার এবার—

"না করিতে সম্ভাষণ দেয় প্রেম আলিঙ্গন,

না কহিতে কথা, ধনি আগে কথা কয়।"

এমন accomplished মাগ চাই।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র বাবুর বদন হর্ষোৎফুল্ল হইল, একবার বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আঃ চাকর গুলো সব কোথায়—এই যে, ওরে রামা একটু তামাক দে ত।"

রাম দিব্য শয়ন করিয়াছিল, এই পর হিসাবী হুকুমে মহা চটিয়া গেল। বলিল "কোথা মশায় তামাক টামাক জানিনে।"

নগেন্দ্র। বেটার রোক দেখ।

রাম। বেটা বেটা করেন কেন মশায়,—মুখ সাম্‌লে কথা কবেন, তুমিও যে আমিও সে, তুমিও যার চাকর, আমিও তার চাকর—তুমি আমায় বেটা বল্‌বার কে? যার খাই সে আমায় কখন বেটা বলে?

নগেন্দ্র। বাবু আসুক তোকে বুঝ্‌বো।

রাম। আমায় অনেক সেঙ্গাত বুঝেছে, তুমিই কেবল বাকি আছ।

নগেন্দ্রের আপাদ মস্তকে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সে রাগ সম্বরণ করিয়া ফেলিলেন, ভাবিলেন "নীচ যদি উচ্চ ভাসে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" হাসিয়া বলিলেন "ভাল ভাল বলি তামাক কোথায় আছে জান কি?"

রাম। ঐ কোনের ঘরের চৌকির নীচেয়। বেশি নিওনা যেন।

নগেন্দ্র বাবু তামাক আনিতে চলিলেন, চটী জুতা পায়ে দিবার সময় বলিলেন "জুতাটা একেবারে গেছে; তা কসুরই বা কি, বার আনার চটী কি আর ছ-মাস যাবে, আর যে হাঁটুনি!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•—

জ্যৈষ্ঠ মাস, সন্ধ্যাকাল, কিন্তু তখনও দারুণ গ্রীষ্ম অনুভূত হইতেছিল, মজিলপুরের একটী দোকান ঘরের সম্মুখে কতকগুলি বয়স্ক, কতকগুলি অর্দ্ধ বয়স্ক, এবং কতকগুলি যুবক বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতেছিলেন, এমত সময় দেখিলেন নগেন্দ্র বাবু দ্রুত পাদ বিক্ষেপে হন হন শব্দে গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটি পরিপক্ক বয়স্ক বিজ্ঞ বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন "অর্ব্বাচিনটা আস্‌চে।"

অর্দ্ধবয়স্ক কহিলেন "ও এক নূতন প্রকৃতির লোক বটে।"

একটি যুবক কহিলেন "না মহাশয়, ওঁর গুণ আছে।"

বৃদ্ধটি কহিলেন "গুণ্ ত দেখি না, তবে চট্ থাকিতে পারে।"

সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

এমত সময় নগেন্দ্র বাবু তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন, নগেন্দ্র বাবুর পদযুগল সাত সিকার ক্রুস জুতায় আচ্ছাদিত, পরণে তুই টাকা দামের পুরাতন কালাপেড়ে ধুতি। অঙ্গে একটি পুরাণো কাল অল্পাকার জামা, জামাটি নগেন্দ্রবাবুর ক্রীত বা তাঁহার পিতামহের উইলক্রমে প্রাপ্ত, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। স্কন্ধে ছিন্নচাদর পাকান ভাবে স্থিত, হস্তে এক গাছি মোটা পিচের লাঠি—নগেন্দ্র বাবু বৃদ্ধটিকে কহিলেন "প্রণাম হই ভট্টাচার্য্য মহাশয়।"

বৃদ্ধ। এস, সুখে থাক, চাকরীটিতে বেশ সুবিধা দেখ্‌চ ত?

নগেন্দ্র। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) চাকরী! চাকরীর কথা আর আমায় বল্‌বেন না। Slaveryতে আমি বড় চটা। সম্পাদকের সহকারীত্ব পদ

আমি ছেড়ে দিয়ে এখন নিজে সংবাদপত্র চালাইবার ঠিক করেছি।

বৃদ্ধ। বেশ বেশ, তবে বাপু ওটা বড় গুরুতর কার্য্য।

নগেন্দ্র। দেখ্‌বেন আপনার আশীর্ব্বাদে এই নগেন্দ্র এক দিন সংসারে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেবে।

বৃদ্ধ। হলেই ভাল।

নগেন্দ্র। হবেই হবে, আমার রাশি রাশি পুস্তক পাঠ, বহুদর্শিতা, অসীম অধ্যবসায়ের ফল কি বৃথায় যাবে?

বৃদ্ধ। তুমি কি অনেক পুস্তক পড়েছ? তোমার দাদার অপেক্ষাও অধিক?

নগেন্দ্র। আপনি কিছু বোঝেন না, বি এ, এম এ, পাশ দিলেই যে লেখা পড়া শেখে তা মনে কর্‌বেন না। আর বি, এ; এম, এ আজ কাল ছড়াছড়ি। এক জন উপযুক্ত এম, এ, যে সকল পুস্তক পাঠ করেছে, আমি আমার পাঠের তুলনায় তাহাকে তৃণাদপিতৃণ তুচ্ছ

জ্ঞান করি। আর আজ কাল বি, এ ; এম, এ ২০ ২৫ টাকার চাকরীর জন্য লালায়িত, ঈশ্বর দিন দিলে তেমন চাকর অনেক রাখ্‌ব।

বৃদ্ধ। এ যে গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি, আগে রাখ তার পর বলো।

নগেন্দ্র। আমি অলীক বল্‌ছি না, আপনি দেখ্‌বেন।

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন "তত দিন বেঁচে থাকি তবে ত।"

নগেন্দ্র বৃদ্ধের উপর হাড়ে হাড়ে চটিলেন। কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

একটি যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "কাগজটির নাম কি দিলেন ?"

নগেন্দ্র। যা হয় একটা দেব।

যুবক। নামটা যেন ভাল হয়।

নগেন্দ্র। লেখাই মূল।

যুবক। তবু ভাল নামটা বড় দরকার। দেখুন

" গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা " চেয়ে " সাধারণী " কেমন শুন্‌তে সুমিষ্ট।

নগেন্দ্র। সুধু শুন্‌তে নয় সকল বিষয়েই, তবে কি জান, "Rose by every other name shall smell as sweet."

যুবক। ওঃ আপনি কথায় কথায় বড় বড় (author) অথর কোট্ (quote) করেন, ওটা (Byron) বায়রণে আছে না? আমি যখন ফাষ্ট আর্টস্ (First Arts) পড়ি, তখন ঐ (Passage) প্যাসেজ্‌টা পড়েছি বলে বোধ

।

নগেন্দ্র। ঠিক্ ঠিক্, জ্ঞানী ভিন্ন অপরে জ্ঞানীর কদর জানে না, বড় দুঃখে ভারত বলেছেন "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা ধার।"

যুবক। Beautiful, beautiful !

এমত সময়ে সেই অর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিটি মনে মনে বলিলেন " আহা বাছা আমার কি কোট্ই কর্‌লেন,

যা হোগ পাগলটার সঙ্গে একটু মজা করা যাগ।” প্রকাশ্যে বলিলেন—“নগেন্দ্র বাবু আমরা না হয় ভেড়া হলাম, কিন্তু আপনি কি বলে বল্লেন যে “Rose by any other name shall smell as sweet” Byronএর লেখা ?

নগেন্দ্র। তবে কার লেখা ?

অৰ্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি কহিলেন “সেক্সপিয়ায়ের রোমিও জুলিএটে আছে।

বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন। নগেন্দ্র চটিয়া বলিলেন “আপনি হাসেন কেন, আপনি এর কি বুঝেন ?” অৰ্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিটিকে কহিলেন “I would rather infer the passage must be to be legally and morally of Chauser's”

অৰ্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিটী হাসিয়া বলিলেন “must be আবার to be, legally আবার morally কেবল বাকি রহিল virtually,—তবে সেটা নয় ?

নগেন্দ্র। নইত ? virtue আবার কি ? law

and morality নিয়ে আজ কাল সভ্যদেশ চল্‌চে।

অর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি। তা না হয় চল্‌ল, কিন্তু legally ওটি চসারের কিসে?

নগেন্দ্র। আপনি তাই জানেন না আবার তর্ক করতে আসেন। Shakespere ত চোর, তার originality কি আছে? তবে আমরা ancient authors দের works পড়িনা, consequently আমাদের আর কোন উপায় নাই but to praise Shakespere কিন্তু আমি মশায় সেকস্‌পিয়ারের গোঁড়া নই।

যুবকটী কহিলেন "ঠিক্ ঠিক্ আমি এ সম্বন্ধে একটা article বঙ্গদর্শনে পড়েছিলাম, বোধ হয় সেটা আপনারই লেখা হবে।"

নগেন্দ্র। না আমার নয়, আমার particular friend বঙ্কিম বাবুর, আমি তাঁকে বিষয়টা suggest করে ছিলাম।

বৃদ্ধ। ফেরেণ্ড ত বন্ধুকে বলে, বঙ্কিম বাবু আবার তোমার ফেরেণ্ড হলেন কবে ?

নগেন্দ্র। men of talentsদের কি position, তা illiterate (ইল্লাইটারেট) persons রা কি বুঝ্বেন। আমি যাঁর কাছে কাজ কর্তাম বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে তাঁর হরিহর আত্মা, সেই সূত্রে আমার সঙ্গে friendship.

অর্দ্ধবয়স্কব্যক্তিটিহাসিয়া কহিলেন "ইল্লাইটারেট যে নূতন ধরণের উচ্চারণ। আমরা ত সাহেবদের illiterate উচ্চারণ কর্তে শুনেছি।"

নগেন্দ্র। তখনকার সাহেবেরা কি পড়াত ; "টু ম্যান ধাপুড় ধুপুড়" ইংরেজি শুনে খুব ইংরাজি জানে বলে সার্টিফিকেট দিত। তখনকার তারাই ছিলেন english knowing man. এখন তা চলে না, এখন মিহি সুর খাটেনা, সাহিবি গলায় সাহিবি ধরণে উচ্চারণ কর্তে হয়। নেলি, হাইলিতে চলে না, রো-হিণ্ট পড়ে ইংরাজি শিখ্তে হয়। তাতে

জ্ঞানাঞ্জন্যবান লেখা আছে “ i is hard before a, o, u, l, r, t as libel, tiled huts &c.”

একটী যুবক কহিলেন “ঠিক্ ঠিক্ Rowe hints না পড়্‌লে ইংরাজি শেখা যায় না, idomatic ইংরাজিতে দখল জন্মে না। বি, এ, ক্লাশের ছেলে হরিমোহন সুরের ইংরাজিকে রো সাহেব মাটি করে দিয়েছে।

নগেন্দ্র। শুন্‌লেন মশায়, শুনুন্ শুনুন্, যারা জানে তাঁদের মুখে শুনুন। pronunciationএর আজ কাল বড় গোল।

অর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিটী আরও হাসিয়া বলিলেন “ সে যা হোক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে illiterate বলা ভাল হয় নাই। উনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, মান্য গণ্য পূজ্য ব্যক্তি।”

নগেন্দ্র। আমি ওঁকে ত মূর্খ বলি নাই। যাঁরা ইংরাজি জানেন না, আমি তাদেরই illiterate person mean করেছি।

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন "ও সব কথায় আর কাজ নাই বাপু।"

নগেন্দ্র। কিছু মনে করবেন না। Pardon me if in any way I have (কি বলে, আঘাত করে থাকি) wounded your feelings atall. তবে এখন আসি মহাশয়, আজ কাল আমার time বড় valuable, rather precious প্রণাম, নমস্কার, good-bye.

যুবক গুলি সমস্বরে কহিলেন "good-bye"

নগেন্দ্র বাবু প্রস্থান করিলে, বৃদ্ধ কহিলেন "১৫্ টাকা বেতনের গোলামী করে, বঙ্কিম বাবু ওঁর ফেরেগু, অর্ব্বাচিনের কথা শুন্নুন ত। "

অর্দ্ধ বয়স্ক কহিলেন "মহাশয় আমিত পূর্ব্বেই বলেছি ও এক প্রকৃতির লোক। আপনি যদি ওর ইংরেজি বুঝ্তেন তা হলে হেসে খুন হতেন।"

বৃদ্ধ। ও কিরূপ ফেরেগু জান, আমি এক দিন

হরিমোহন তর্কবাগীশ মহাশয়ের কথা কচ্ছিলাম এমন সময় রম্‌জান্‌ কাঠুরে বল্‌লে " ভট্‌চাজ মশায় তাঁর সঙ্গে আমার বড় আলাপ গো। "

আমি বল্‌লাম "তাঁর সঙ্গে তোর কিসে এত আলাপ হল রে ? "

সে বল্‌লে "আমি যে তাঁদের বাড়ীতে কাট্‌ কাটি। "

সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি আট ঘটিকা উত্তীর্ণ, এমত সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির সর্ব্বোচ্চ দ্রুতগামী ট্রেন নীল আলোকের সঙ্কেতে গজেন্দ্র গমনে হওড়া ষ্টেশন প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া যেন প্রিয়জন সাম্মিলন মানসে হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ শব্দে ছুটিল। দূর হইতে ট্রেন খানিকে দেখিলে একটি তারা-হার বিমানাঙ্কচ্যুত হইয়া যেন কোথায় ছুটিতেছে বলিয়া বোধ হয়—সেই ট্রেনের একটী সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে একটি ব্রাহ্মিকা ও নগেন্দ্রবাবু উপবিষ্ট ছিলেন।

পাঠককে নগেন্দ্রবাবুর আবার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইল, নগেন্দ্রবাবুর আর সে পূর্ব্বা-

রস্থা নাই, সে মেজাজ, নাই, সে পরিচ্ছদ নাই, সকলেরই কতক বা আংশীক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পদযুগল আনশ্লাই ষ্টকিনে সুশোভিত, তাহা আবার ড-সনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুটে আচ্ছাদিত, পরিধান লালবাগের মিহি কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে সুন্দর সিল্কের টাইট্ কোট শোভা পাইতেছে। দিব্য চুনোট করা চাদর স্কন্ধদেশে স্থিত, হস্তে আইভরি হ্যাণ্ডেল সংযুক্ত বেতের ছড়ি। নগেন্দ্র বাবু যে কুশন্ টিতে অঙ্গ হেলাইয়া ছিলেন, তাহারই নিম্নে একটি কাল রঙ্গের পোর্টমেণ্টো ছিল, তাহাতে সাদা অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা—

N. C. Ghose.

Editor "Sodes-basi."

নগেন্দ্রবাবুর সম্মুখস্থ কুশনে সেই সুন্দরী ব্রাহ্ম মহিলাটি উপবিষ্টা ছিলেন, তাহার বয়ক্রম অষ্টা-দশবৎসর, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বেশ গোল গাল, মাট মাট গড়নটি, পরিচ্ছদটী আরও পরি-

পাটি—যুবতীকে সেই পরিচ্ছদে বস্তুতই অতি মনোহর দেখাইতেছিল। নগেন্দ্র বাবু অনেকক্ষণ আড়্‌নয়নে সেই যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় মধ্যে ভয়ঙ্কর আন্দোলন হইতেছিল। তিনি ভাবিতে ছিলেন আমার জ্ঞানদা কি এত সুন্দরী ? আমি তাহাকে কত মোহন বেশে সাজাই, কিন্তু কখনও ত এত সুন্দর দেখায় না।” জ্ঞানদা নগেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় বার বিবাহিতা পত্নী।

নগেন্দ্র বাবু যুবতীটির সহিত পরিচিত হইতে বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন কি করিয়া iee break (বরফ ভাঙ্গা !!) করি। শিক্ষিতা কুলনারীর সহিত আলাপ করিতে কি কি আদব-কায়দার আবশ্যক তাহা মনে মনে আবৃত্তি করিলেন, মন বড়ই হর্ষোৎফুল্ল হইল, ভাবিলেন “ভাগ্যি বিলাতের সংবাদদাতার প্রবন্ধ গুলির প্রুফ্ নিজে দেখিয়া ছিলাম, নতুবা আজ কতই শঙ্কটে পড়িতাম।”

যুবতী তখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া কি পড়িতেছেন। নগেন্দ্র বাবু একবার উঠিলেন, চাদর রাখিলেন, পোটমেণ্টো খুলিলেন, হাত নাড়িলেন, পা ছুড়িলেন, কিন্তু কিছুতেই যুবতীর নয়ন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল না। তিনি কতকটা হতাশ হইলেন, ভাবিলেন "একি, ব্রাহ্মিকা রমণীর এরূপ তপস্বিনী ভাব কেন! আমার ধারণা কি ভুল?" আবার ভাবিলেন "না না, তাহা কখনই না, এরূপ কখন হইতে পারে না।" তখন তিনি সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া যুবতীর সম্মুখস্থ মধ্যস্থানের কুশনটিতে উপবেশন করিলেন, ভাবিলেন "একবার হাতের পাখা বা রুমালটি ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলেই মারিয়া দি, সকল আশা সফল হয়।" তিনি সতৃষ্ণ নয়নে রুমাল ও পাখার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু যুবতীত ফিরিয়াও দেখিলেন না, তবে উপায়? কথা কহাই স্থির হইল, কি কথা কহিবেন তাহা

কত বারই ভাবিলেন, কিন্তু কথা আসিয়াও আসে না, মুখ ফুটিয়াও ফুটেনা, এইরূপ বিষম দায় উপস্থিত হইল।

যুবতীটি তখনও নিবিষ্ট চিত্তে গ্রন্থ পাঠ করিতে ছিলেন, নগেন্দ্র বাবু অনেক কষ্টে, ধড় ফড়ায়িত হৃদয়ে বলিলেন "আপনি কোথায় যাইবেন ?"

যুবতী পুস্তক খানি নামাইয়া বলিলেন "বেনারস।—আপনি কোথায় যাইবেন ?"

নগেন্দ্র। এলাহাবাদ, আমার cousin বিলাত হইতে আসিতেছেন, তাঁহাকেই আনিতে যাইতেছি।

যুবতী। তিনি কি শিখিতে বিলাত গিয়াছিলেন ?

নগেন্দ্র। Science and Law ; আপনার হাতে ওটি কি পুস্তক ?

যুবতী মৃদু হাসিয়া বলিলেন 'Little Dorrit"

নগেন্দ্র বাবু যেন সে হাসিতে কত মাধুরী দেখিলেন, বোধ হইল যেন তাহাতে কতবার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পাইয়া আবার সৃজিত হইল। বলিলেন "ওটা Sir Walter Scottএর লেখা নয়?"

যুবতী। না Dickensএর—আপনি কি এঁর কোন work পড়েন নি?

নগেন্দ্র। পড়ে থাক্‌বো, কিন্তু ভাল স্মরণ হয় না।

যুবতী। কেন Dickensএর "Pickwick Papers" ত খুব উঁচু দরের বই, সেত ভোল-বার জিনিষ নয়।

নগেন্দ্র। হবে,—আপনার কতদূর education হয়েছে?

যুবতী। এখনও শেষ হয় নাই, আমি B A Classএ পড়ছি।

নগেন্দ্র বাবুর মস্তক ঘুরিয়া গেল, কাষ্ঠ

হাসি হাসিয়া বলিলেন “আপনিত খুব হাই education পেয়েছেন, সকল স্ত্রীলোক যদি আপনার মত education পান, তা হলে বাঙ্গলার অসীম শ্রীবৃদ্ধি হয়।” তখন নগেন্দ্র বাবুর আপনাকে সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল, বলিলেন “Permit me admiring—rather to admire you—publicly in the paragraphs—rather columns of my paper.”

যুবতী। আপনার কি সংবাদ পত্র আছে?

নগেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন “হ্যাঁ আছে।”

যুবতী। লাভ হয়?

নগেন্দ্র। বেশ হয়।

যুবতী। আমার ধারণা ছিল এদেশে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র চালিয়ে কোন লাভ হয় না, আজ কাল্‌কার সুলভ সংবাদ পত্রের মধ্যে শুনেছি

"স্বদেশবাসীরই" অনেক গ্রাহক, কিন্তু তারও নাকি অনেক দেনা, প্রেশ ট্রেশ সব বান্ধা, কাগজওলার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পোষ্টেজ জমা দিতে হয়। কেবল বাহিরে ভড়ং মাত্র।

নগেন্দ্র বাবুর বদন বিবর্ণ হইল, তালু শুষ্ক হইয়া গেল, ভাবিলেন, "আমাদের পেটের খপর এ জান্‌লে কি করে?" বলিলেন "আপনি জানিলেন কিরূপে?"

যুবতী। আমি কেন, অনেকেই একথা জানে।

নগেন্দ্র। সে সব মিথ্যা কথা, বোধ হয় নূতন কাগজ, গর্ব্বিত "বঙ্গবাসী" বা "সময়" "একথা রটনা করে থাক্‌বে।

যুবতী। তবে কি "স্বদেশ বাসীই" আপনার কাগজ?

নগেন্দ্র। হ্যাঁ।

যুবতী কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন "তবে ভাল-

রূপে না জেনে শুনে ও কথাটা বলা ভাল হয় নাই, কিছু মনে কর্‌বেন না মহাশয়।”

নগেন্দ্র। কিছুনা, কিছুনা। বল্‌ছিলাম কি, আপনার high educationএর example দিয়ে female education সম্বন্ধে দুটো চার্‌টে article লিখ্‌লে বোধ হয় দেশের অনেক উপকার হয়।

যুবতী। স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে artcle লিখ্‌বেন, এত ভালই কথা, তবে তাতে আমার সম্বন্ধে কোন কথা লেখবার আবশ্যক দেখিনা।

নগেন্দ্র। আবশ্যক প্রচুর, তবে আপনার অভিপ্রায় না থাক্‌তে পারে।

যুবতী। তাও নাই।

নগেন্দ্র। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

যুবতী। সে কি কথা মহাশয়। অভিপ্রায় ও আজ্ঞার আকাশ পাতাল প্রভেদ। ও সব বলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না।

নগেন্দ্র বাবু সুযোগ পাইয়া বলিলেন "কিছু প্রভেদ নাই, আপনার মত accomplished লেডির প্রত্যেক বাক্য আমাদের আজ্ঞা স্বরূপ বিবেচনা করা সৌভাগ্যের বিষয়। সে কথা যাক, কিন্তু একটী বিষয় সম্বন্ধে আমাকে মার্জ্জনা কর্‌তে হবে। আপনাকে example দিয়ে female emancipation সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আমি লিখ্‌বই লিখ্‌ব? দেখুন এক স্ত্রী স্বাধীনতা অভাবে দেশ রসাতলে গেল. স্ত্রীলোক গুলো কারারূপী গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থেকে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে উঠেছে। দুর্ব্বল রুগ্ন সন্তান প্রসব কর্‌ছে। আর বল্‌তে কি স্ত্রী স্বাধীনতা হলে পুরুষ চরিত্র অনেক সংশোধিত হয়, বেশ্যার সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়।"

যুবতী মনে মনে বড়ই চটিলেন, বড়ই লজ্জিত হইলেন, বলিলেন "মহাশয়, আপনার যাহা ইচ্ছা লিখিতে পারেন, আমার সংশ্রবে

কিছু লিখিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ। আপনার সহিত এ সকল বিষয়ের আমি কোন argument করিতে ইচ্ছা করি না।

নগেন্দ্র। কেন লোকেত আমার argumentকে খুব grinding বলে।

যুবতী। লোকের কথায় আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, তবে আমার বিশ্বাস যে আপনা-দের সংবাদ পত্রের মতের স্থিরতা নাই, আজ যাকে লাল বলেন, কাল্ তাকে কাল বল্‌তে লজ্জিত হন না।

নগেন্দ্র। বেশ্যার কথা উত্থাপনে আপনি বোধ হয় চটিয়াছেন, চটিবার কথাই বটে, আমি সে জন্য আপনার নিকট pardon চাচ্চি।

যুবতী। আমি আপনাকে pardon চাইতে বলি নাই, আমি আপনার সহিত literary বা political, বা social, বা religious, বা কোন বিষয় নিয়ে discussion কর্‌তে ইচ্ছা করি না,

আশা করি আপনিও এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না।

নগেন্দ্র বাবু মনে মনে বলিলেন "ছুঁড়িটে বড় বেয়াড়া" প্রকাশ্যে বলিলেন "আপনার অনুরোধ আমার পক্ষে আজ্ঞা স্বরূপ।'

যুবতী মনে মনে ভাবিলেন "লোকটা পাগল নাকি।"

এমত সময়ে ট্রেন আসিয়া বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌছিল। বাবুটি ধীরে ধীরে গাড়ি হইতে নামিয়া বলিলেন "আপনি কি tiffin কর্‌বেন না?"

যুবতী। না।

নগেন্দ্র। তবে excuse me, আমাকে একবার যেতে হচ্চে।

যুবতী। আসুন।

নগেন্দ্র। আপনি যদি একলা থাক্‌তে lonely বিবেচনা করেন, তা হ'লে না হয় বলুন আমি যাই না।

যুবতী মনে মনে বলিলেন "আপদ গেলে বাঁচি।" প্রকাশ্যে বলিলেন "তা হোগ আপনি আসুন।"

নগেন্দ্র। Thanks, thanks, much obliged for your kind permission, I shall be back almost immediately to enjoy your sweet company.

যুবতী বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন 'You need not take any trouble for me.'

নগেন্দ্র বাবু "Never mind, never mind" বলিয়া দ্রুতপদে কেল্‌নারের রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—x—

বর্দ্ধমানের রিফ্রেসমেণ্ট রুমটি বেশ পরিষ্কার, হলটি বেশ উচ্চ ও প্রশস্ত, তাহার মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ টেবিলের চতুপার্শ্বে অনেকগুলি চেয়ার সজ্জিত, টেবিলটি সুন্দর শ্বেত আবরণে আবরিত, তদুপরে স্তরে স্তরে নানাবিধ দ্রব্য সজ্জিত। নগেন্দ্র বাবু সেই টেবিলের একপার্শ্বে স্থান অধিকার করিলেন। তাহার সম্মুখে বামে দক্ষিণে অনেক গুলি সাহেব মেম সানন্দে পান ভোজনে নিযুক্ত ছিলেন।

সাহেবদের ফাউল্ মট্‌ন বন্দোবস্ত, কিন্তু নগেন্দ্র বাবু বিজাতীয়ের সাক্ষাতে সেই সামান্য খাদ্য আহার না করিয়া বেকন, হ্যাম, বিফ-রোষ্টের অর্ডার দিলেন, ব্রাণ্ডি সোডা চরণামৃতের ন্যায় পান নিযুক্ত হইলেন। দুই একটি সাহেব

মেম অধর টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহা-দের বদনে ঘৃণার চিহ্ন বিভাসিত হইল।

একটি সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আপনি কি হিন্দু ?"

নগেন্দ্র। Bigoted Hindu.

সাহেব। গোমাংষ ত আপনাদের অখাদ্য।

নগেন্দ্র। We take every thing privately ; this is just like—

Of mans first disobedience

The fruit of the forbidden tree.

হা! হা! হা।

সাহেব। আপনি কি করেন ?

নগেন্দ্র। আমি সংবাদ পত্র শ্রেষ্ঠ "স্বদেশ বাসীর" সম্পাদক।

সাহেব। আপনার গ্রাহক কত ?

নগেন্দ্র। প্রায় ছয় হাজার।

সাহেব হাসিয়া কহিলেন "Minus four

thousand and the balance having a Consecutive leaping number perhaps, aye ?

নগেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন " না না।"

আর একটি সাহেব তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "I say Mr. Jones, what nonsense you are talking with that fat nigger ?

প্রথম সাহেবটি হাসিয়া কহিলেন " He edits a world famed news paper called "Sodes basi"

২য় সাহেব। I trample that news paper down my feet, it is edited by some senseless school boys, and its subscribers are mostly mobs, illiterate mudikhana shop keepers.

প্রথম সাহেবটি ভ্রূ সঙ্কোচন করিয়া এক প্রকার বিচিত্র মুখভঙ্গি করিলেন।

২য় সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন "you know, thy have a column for punch also!

১ম সা। Buffoonery?

২য় সা। Yes, they report, that the column is especially edited by a wonderful genius

১ম সা। Is he just so?

২য়। Just contrary, I should say, rather by a block-headed Tom fool.

সাহেবদের হাস্য।

নগেন্দ্র বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "That's not the way of speaking with genltemen."

২য় সাহেব হাসিয়া কহিলেন " Then you

well know that the way is always reserved for fools like you ."

নগেন্দ্র। Be careful sir—

২য় সা। Keep quiet you bloody fool, beef eating hypocrite hindu, another word from your lip, and I will kick you out of the room.

নগেন্দ্র বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিল, হোটেলের খানসামার দিকে চাহিয়া বলিলেন " Boy boy তোমারা ম্যানেজার সাব্‌কো বোলাও।"

২য় সাহেব " Damn to your manager shab " বলিয়া নগেন্দ্র বাবুকে সজোরে এক পদাঘাত করিলেন। এমত সময়ে ম্যানেজার সাহেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন " কি হইয়াছে ?"

নগেন্দ্র বাবু সজল চক্ষে কম্পিত স্বরে কহিলেন

"This gentleman is abusing me, have kicked me also, if you dont believe you can see the marks are here." বলিয়া পশ্চাৎদেশ দেখাইলেন।

ম্যানেজার সাহেব নগেন্দ্র বাবুর ভাঙ্গা গলার কাঁদুনি সুরের ইংরাজি শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন "You are screaming for that! Have you paid for your dinner and pegs sir?"

নগেন্দ্র। Yes.

ম্যানেজার। Then begone sir, you need not grumble for your deserved fate, ha, ha, ha.

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে ২য় সাহেবটির সহিত কর মর্দ্দন করিলেন।

নগেন্দ্র বাবু আর কিছু বলিলেন না, কিল্ খাইয়া কিল্ চুরী করিলেন, মনে মনে বলিলেন

"দেখিব ইংরাজ জব্দ করিতে পারি কি না, আর সেই বেশ্যা যে আমার চেহারা দেখিয়া ঘর হইতে উঠাইয়া দিয়া ছিল। দেখিব আসি বল হংসপুচ্ছের নিকট পরাস্থ হয় কিনা। এক জনার জন সমস্ত ইংরাজ ও বেশ্যাজাতির অনিষ্ট করিতে হয় তাহাও করিব, তথাপি পশ্চাৎপদ হইব না। এমত সময় ঠং ঠং ঠং করিয়া রেলওয়ের প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গেল। নগেন্দ্র বাবু আপনার গাড়িতে উঠিতে চলিলেন, যাইবার কালে তাঁহার সেই ব্রাহ্মিকা রমণীটাকে মনে পড়িল। তিনি আরও শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

— × —

নগেন্দ্র বাবু ত্রস্ত ভাবে গাড়িতে উঠিয়া বলিলেন “ আপনার কুশল ত ?

রমণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন “ আপনি বড় obliging”

নগেন্দ্র। আপনার ন্যায় accomplished ladyর মুখে এ কথা বড় মিষ্ট শুনায়। বিশেষতঃ যে fortunate beingএর প্রতি এই সুমিষ্ট মর্য্যাদা প্রদত্ত হয় তিনি যে God-send man তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাহেবের পদাঘাতে নগেন্দ্র বাবুর ব্রাণ্ডির নেশা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রমণীকে পাইয়া যেন নেশা জগ্‌কাইয়া উঠিল। রেলওয়ে ট্রেন তখন ছুটিতেছে। রমণী তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া বলিলেন “আপনার একটু বিশ্রাম করা

উচিত, আপনি পার্শ্বের কামরায় যাইয়া শয়ন করুন।"

নগেন্দ্র। শয়ন না মরণ, আপনার সহিত কথা কহিলে আমি স্বর্গসুখ উপভোগ করি, আপনি কি আমাকে সে অনন্ত সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া সেই নরক রাজ্যে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন?

রমণী বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "আমাকেও ত বিশ্রাম করিতে হইবে।

নগেন্দ্র। আপনার আদেশ আমার অবশ্য প্রতিপাল্য। আপনি নিদ্রা যান, আমি বসিয়া থাকি, যাঁহাকে জাগ্রতাবস্থায় এত সুন্দর দেখায়, তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় না জানি আরও কত সুন্দর দেখাইবে—আমি পলকহীন নেত্রে সেই নিরূপম রূপমাধুরী দেখিব।

রমণী। আপনি বড় intemperate হয়েছেন।

নগেন্দ্র। Oh no, oh no, dont frown me my lady. Alack there lies more

peril in thine eye, than two thousand british bayonets.

রমণী। আপনার কি sense of honor নাই?

নগেন্দ্র। কেন?

রমণী। ভদ্র মহিলার সঙ্গে কি এই ভাবে কথা কয়? আপনি ভদ্রলোক, বিশেষতঃ একটি সংবাদ পত্রের সম্পাদক, আপনার এরূপ ভাব বড়ই দুঃখের বিষয়।

নগেন্দ্র। Excuse me, আমি এখন থেকে চুপ করে থাক্‌ব, আপনার স-বুট চরণের ছুঁচো হয়ে থাক্‌বো। কি বল্‌ছিলাম, বলি, আপনি কি marry করেছেন?

রমণী। এ সকল কথার উত্তর দিতে পারি না, আপনি অনুগ্রহ করে চুপ করুন।

নগেন্দ্র। Then maid—spinster আমি ত bachelor.—Widow? আমিও once, twice,

thrice widower. আপনি কি দণ্ডবিধি আইন যাকে Panal Code বলে তা পড়েছেন ?

রমণী। না।

নগেন্দ্র। পেনেল কোড্ সধবা সম্বন্ধে কথায় কথায় ফাটক দেয়, কিন্তু most fortunately widow সম্বন্ধে কোন কথা কয় না। Marraid হলেই কি পেনেল কোডের ভয়ে কাপুরুষ সাজব তা মনে করবেন্ না, পদ্ম তুল্‌তে গেলেই গায়ে কাঁটা ফোটে, তাতে কি ভয় করি, "মকরন্দ লোভে অলি আসিয়া জুটিল" আমি না হয় বুকে চামড়া বেঁধে ঘানি টান্‌বো।

রমণী। আমি আপনার কথা বুঝিনা।

নগেন্দ্র। আপনার educationএ ধিক, আমার প্রাণের দারুণ heatএ ice water ঢেলে দিতে পার্‌লেন না ?

রমণী। আপনি সাবধান হবেন।

নগেন্দ্র। আমি বড় docile, more than

a lady's lap dog. আহা আমি নগেন্দ্র না হয়ে যদি আপনার lap dog হতাম।

রমণী তাহার কোন উত্তর দিলেন না।

নগেন্দ্র। আপনি যে dumb হয়ে উঠ্‌লেন ?

রমণী নিরুত্তর।

নগেন্দ্র। Ah cruel cruel you are, I knew not that there could be serpent under such a blooming rose. বিধির কি বিড়ম্বন', এমন সোনার কুসুমে কীটরে বাবা !

রমণী তখনও কোন উত্তর দিলেন না।

নগেন্দ্র। কথা কবেন না, তবে মেরে ফেলুন, বুক পেতে দেয়েছি, ছুরি বার করুন, মারুন, মারুন না। আর যে আমার সহ্য হয় না। ও কথা না শুনে কি প্রাণ বাঁচে ? আপনিই কেন বলুন না।

রমণী। আপনারাই আবার স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

নগেন্দ্র। নইলে যে বাঁচিনা।

রমণী ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন "Your words are quite ungentlemanly and unmannerly sir—"

নগেন্দ্র জড়িত স্বরে কহিলেন "আমি আপনার চিরানুগত চিরক্রীত দাস, a slave, আমাকে sir কেন? Euphony রাখ্‌তে না হয় সুয়ার বলুন, আমি মনের সুখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঐ রাঙ্গা চরণ বেড়ে ঘুরে বেড়াই।

রমণী। Hold your tongue sir.

নগেন্দ্র। So sweet can never be so fatal, ah lady dear, canst thou not minister to a mind diseased?

রমণী। এই আপনার শিক্ষা, এই আপনার ভদ্রতা?

নগেন্দ্র। তোমারইকি ভদ্রতা বাবা?

রমণী। কেন মহাশয়?

নগেন্দ্র। গাড়িতে মিছে বাহার দিয়ে যাওয়া কেন? এর নাম কি স্বাধীনতা, free liberty? এমেরিকায় পুরুষদের বেশ্যালয় আছে, রমণীদের জন্য পুরুষালয় আছে, তাকে বলি স্বাধীনতা, liberty, প্রাণ জুড়ুনো liberty; আর আপনি কিনা—ছি, ছি, আর কি বল্‌বো "মরমে মরন কথা কহিনা"—

রমণী। এই কি আপনার কথা? এই কি আপনার ভদ্রতা?

নগেন্দ্র। আর আপনার কি ভদ্রতা, বিবাহিতা কি না বল্‌লেন না কেন? আমি ত আর আপনার suitor হতে যাই নাই।

রমণী। অবিবাহিতা।

নগেন্দ্র। পুরো?

রমণী। Nonsense.

নগেন্দ্র "হা হা" করিয়া হাসিয়া গান ধরিলেন—

"সুধু মোর প্রাণ কেড়ে নেয় মন মজানে মধুর
বোলে,
আয় লো সই ও প্রাণ সই বুক জুড়ুতে ধরি
কোলে।"

নগেন্দ্র বাবু সত্য সত্যই তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন, রমণী আর থাকিতে পারিলেন না, "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন গাড়ি ধীরে ধীরে রাণিগঞ্জ রেলওয়ে প্লাটফর্ম্মের নিকট যাইতেছিল। এমত সময়ে প্রথম শ্রেণী হইতে একটি সাহেব সেই গাড়ীর দরজার নিকট আসিয়া বলিলেন "ব্যাপার কি?"

রমণী ভীতি বিহ্বল চিত্তে কম্পিত কলেবরে বলিলেন "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, দুরন্ত পিশাচের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।"

সাহেব নগেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া ব্যাপার খানা কি তাহা বুঝিলেন, বলিলেন "ছি, ছি,

আপনারাই না বঙ্গের উন্নতি শীল সম্প্রদায় ? প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র সম্পাদক ! আপনাদের এত নীচ প্রবৃত্তি ! আজ ইংরাজকে বাঙ্গালির অত্যাচার হইতে বাঙ্গালির রমণীকে রক্ষা করিতে হইল ইহা অপেক্ষা আর লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে ? আপনাদের জীবনে ধিক ! ভদ্র কুল নারীকে গাড়িতে বা পথে দেখিলে যে নৃশংস জাতির চক্ষের পলক পড়ে না, তাহাদের জীবনে ধিক।

যে সাহেবটী গাড়ির দরজার নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি গাড়ির মধ্যে আসিয়া বলিলেন "Jones, what are you talking with that fool, kick him out of this comparment and let him roll on the platform as a cask."

এই কথা বলিয়া তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না, নগেন্দ্র বাবুকে গাড়ি হইতে নামাইয়া দিয়া সজোরে একটি পদাঘাত করিলেন। নগেন্দ্র বাবু সটান প্ল্যাট

কর্দ্দমে গড়াইতে লাগিলেন। লোক জমিয়া গেল। "কি হইয়াছে—কি হইয়াছে"—এই প্রশ্ন অনেকে করিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর পাইলেন না। রমণীটী সাহেবদিগকে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবু অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া টলিতে টলিতে অন্য গাড়িতে উঠিতে চলিলেন। একজন রেলওয়ে কনষ্টেবল বলিল "এইও মাতো-য়ারা হুঁসিয়ারিসে যাও।"

নগেন্দ্র "কে বাবা তুমিও মার্‌বে না কি" বলিয়া আবার টলিতে টলিতে চলিলেন। তখন তিনি জড়িত স্বরে বলিতে ছিলেন—"আচ্ছা বাবা রাঙ্গা মুখ দেখে মজ্‌লে, আচ্ছা যাও, আমিও dont care, সোনাগাছিতে প্রচুর অপর্য্যাপ্ত। কিন্তু এর শোধ নবুই নবো। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মীকাকে দেখ্‌বো। ভ্রাতা ভগিনী গিরি বার করব, করবই—করব, এতে মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, না না নূতন বয়েদ শোন—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা কাগজ ওঠন্।"

নগেন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়া সাহেবদ্বয় মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিলেন। পাঠক সাহেব দুটীকে চিনিয়াছেন কি ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কলিকাতার——লেনের একটী বাটীতে নগেন্দ্র বাবুর কার্য্যালয়। ধূমধামের সীমা নাই, একদিকে প্রেশ চলিতেছে, অপর দিকে কম্পোজিটার খাটিতেছে, অন্য দিকে কাগজ মোড়া হইতেছে, সে কথা আর কত বলিব, কত লিখিব? বৃহস্পতি-বারের প্রাতঃকাল, কাগজ বাহির হইবার দিন, নগেন্দ্র বাবু অতি প্রত্যুষে উঠিয়াছেন, লেখার কিছু অনাটন ছিল লিখিয়া দিতেছেন। লিখিতে লিখিতে বলিলেন "আহা কি লিখাই লিখ্‌লাম, "হুড়ম হুম গুড়ুম গুম" আহা আমার লেখার aliteration দেখে লোক নিশ্চয়ই অবাক্ হবে। নগেন্দ্র বাবু আপনার লেখা পাঠ করিয়া আপনি বমোহিত হইতেছেন, এমত সময়ে তথায় একটি

লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকটির পায়
চটী জুত', পরিধান সাদা ধুতি, বগলে কোষা তাহাতে
একটি পাকান কাপড়, তাহা আবার নামাবলী
আচ্ছাদিত।

"যে যা খোঁজে সে তা পায়, এই এক ঈশ্বরের
অপার মহিমা।" নগেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া এই কথাটি
সেই মুণ্ডিত মস্তক, লম্বিত শিক্ষা, দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণকে
কহিলেন। ব্রাহ্মণটির নাম চন্দ্রভূষণ তর্কবাগীশ।

চন্দ্র। তদ্ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি, যদ্ ইচ্ছতি
তৎ ভবতি। তবে অধ্যবসায় চাই।

নগেন্দ্র। তাত বটেই, এক গ্লাস দি।

এই বলিয়া নগেন্দ্র বাবু এক গ্লাস ব্রাণ্ডি ঢালিতে
লাগিলেন।

চন্দ্র। এখন নয়, প্রাতঃকাল, তায় গঙ্গা স্নানে
যাচ্চি।

নগেন্দ্র। এই ত খাবার সময়, temperature
টাত ঠিক করে নিন্।

চন্দ্র। ও গ্লাসে খাব না।

নগেন্দ্র। কেন ?

চন্দ্র। তোমরা যে অখাদ্য খাও।

নগেন্দ্র। সে সকলই ত খাদ্য।

চন্দ্র। না না—

নগেন্দ্র। তবে কি নূতন গ্লাস আনাব ?

চন্দ্র। কি আবশ্যক, এই কোশায় দাওনা।

নগেন্দ্র। Bravo, bravo এইত চাই, এত গুণ না থাকলে সাত সমুদ্র, তের নদী, বাহান্ন পর্ব্বৎ খুঁজে আপনাকে জোটাই—আপনি দেখবেন যে অচিরে আপনাকে দেশ বিখ্যাত করে তুল্‌ব। লাট সাহেবেরও বড় করে দেবো। কাল বাটি যাবেন, অমনি কাগজে লিখ্‌বো "তর্কবাগীশ মহাশয় মহানগরী ঘোরান্ধকার করিয়া কিছু দিনের জন্য স্বদেশ গিয়াছেন।" আবার যে দিন আস্‌বেন অমনি মহা আড়ম্বর করে লিখ্‌বো "পণ্ডিতাগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিক প্রবর, তর্কচূড়ামণি, সাহিত্যে অসাধারণ বুৎপত্তি

সম্পন্ন, পরম বৈদিক, সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ পূজ্যপাদ চন্দ্র-ভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় অমুক দিন বেলা ৩টার সময় মহানগরী কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন।” পাড়াগেঁয়ে লোকরা ঠাওরাবে ব্যাপার কি, অচিরে মফঃস্বলে প্রতিপত্তি হবে, তার পর দিন কতক লেকচার দিয়ে ব্যাদ্‌ড়া ছোঁড়া গুলোর কাছে প্রতি-পত্তি জমিয়ে নিন্ না, আর আপনাকে পায় কে ?

চন্দ্র। শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধি মস্তু।

নগেন্দ্রবাবু তর্কবাগীশ মহাশয়ের কোশায় সুধাসার ব্রাণ্ডি ঢালিয়া দিলেন, তিনি একবার সতৃষ্ণ নয়নে তৎপ্রতি তাকাইয়া বলিলেন,

মাতঃ গঙ্গে, তরল তরঙ্গে,—

লোহিত বরঙ্গে, নাচিতেছ রঙ্গে।

আহা কি মহিমা, কি অপার মহিমা, এস মা তোমায় পান করিয়া প্রাণ শীতল করি, দেহ পবিত্র করি, তুমি মা আমাদের প্রতি প্রসন্না হও, আমাদের কার্য্য সিদ্ধি কর। সম্পাদক-শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানি, বিজ্ঞ,

স্বদেশ হিতৈষী নগেন্দ্র বাবুর মুখারবিন্দ উজ্জ্বল কর।

নগেন্দ্র। আপনি প্রকৃত জহরী।

চন্দ্র। জহরী না হ'লে পরে কে পরে চিনিতে জহর। এই কথায় কালিদাসের একটি কথা মনে পড়ে,—তিনি বলিয়াছেন,—

"ক ইপ্সিতার্থে স্থির নিশ্চয়ং মনঃ।
নিম্নাভিমুখং পয়ঃ প্রতীপয়েৎ।"

নগেন্দ্র। ঠিক কথা।

চন্দ্র। হে ঈশ্বর, আমাতে আর নগেন্দ্র বাবুতে যেন কোন মনান্তর না ঘটে, আমরা যেন "যথা শিবস্তথা দেবী, যথা দেবী তথা শিবঃ" ভাবে থাকি।

নগেন্দ্র। সেইত বাঞ্ছা।

চন্দ্র। আচ্ছা লেকচার দিতে পার্‌ব ত?

নগেন্দ্র। পারবেন না, বলেন কি, ম্যানেজারি কর্‌তেন কি করে?

চন্দ্র। তাতে পাণ্ডিত্ব ছিল না, কেবল মাথা

নেড়ে, টিকি ঘুরিয়ে মারতাম, আর যে লোকের ম্যানেজার ছিলাম তাঁর নামে সব মানিয়ে যেত। আহা তিনি বড় অল্প ভোগী ছিলেন, তাঁর অকালে কাল হওয়ায় আমার বড় ক্ষতি হয়েছে। তবে ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছেন, দেখুন কি হয়। গীতায় আছে—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রাশ্যামি স চ নমে প্রণশ্যতি।"

আমরাও সেই ঈশ্বরাবতার ব্রাহ্মণ, দেখ্‌বেন কোন ক্রুটী হবে না। তবে আমার প্রতি যেন অনুগ্রহ থাকে, যেন মারা যাইনা। দেশে যাজ্যক্রিয়া করে খেলেও চলত, কেবল বড় আশায় আপনার কাছে আছি। এর পর দেশে গেলে আর অন্ন হবে না, এ মদ্যখায়া ব্রাহ্মণকে দিয়ে আর কেউ কাজ কর্ম্ম করাবে না।

নগেন্দ্র। কোন চিন্তা কর্‌বেন না, যা ছিলেন তার চেয়ে বড় হবেন, ছিলেন মুনসেফ, হবেন হাইকোর্টের চিফজষ্টিস।

চন্দ্র। ধন্য অধ্যবসায়! ধন্য অধ্যবসায়!

নগেন্দ্র। কিছু ভাববেন না, কেবল কতক গুলো আবল্ তাবল্ বক্‌তে শিখুন, এক গ্লাস টেনে কণ্ঠে মা সরস্বতী বিরাজ করিয়ে দেবেন, আর কি, কেবল কতকগুলো বড় বড় কথা, আর বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে চেঁচাবেন। আজ কাল বিজ্ঞানের বড় ঢেউ উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুটা ইংরাজি বুক্‌নি দেবেন।

চন্দ্র। ঐ ত বিভ্রাটের কথা।

নগেন্দ্র। কেন?

চন্দ্র। আমি ত ইংরাজির কিছুই জানি না।

নগেন্দ্র। সে সব শিখিয়ে দেওয়া যাবে।

চন্দ্র। তা হলে পার্‌বো বই কি, আর এক কথা।

নগেন্দ্র। আজ্ঞা করুন।

চন্দ্র। হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়া হ'তে হবে, ধর্ম্মের সঙ্গে ভাশুর ভাদ্র বধূ সম্বন্ধ থাক্‌লেও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে চীৎকার কর্‌তে হবে। দুটো চারটে

ধর্ম্মের কথা শিখলেই পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত বৃদ্ধেরা মজে যাবে।

নগেন্দ্র। বেশ বলেছেন, তাতে ক্ষতি কি, ঘরে মুরগী খাও, বাহিরে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে মাথা বকাও এই ত ?

চন্দ্র। তা নয় ত কি ?

নগেন্দ্র। দেখুন, আর ব্রহ্ম ধর্ম্ম ভাল লাগে না, চোক বুজে অনেক দেখেছি, তায় কোন সুখ নেই—আগে বড় মজা আছে ভেবে বিধবা ভগ্নীর বিবাহ পর্য্যন্ত দিতে স্থির করেছিলাম, কিন্তু শেষে দেখ্‌লাম সেটা বড় মূর্খতা। তা হলে খরচ বাড়ে, একটা দাসীর আবশ্যক হয়। তাই ভাব্‌লাম বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা দাসী ভাবে বিধবা ভগ্নীকে ঘরে রাখায় অনেক লাভ আছে, হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝে বড় প্রীত হলাম। এখন দেখি হিন্দুয়ানির ভণ্ডামিতে কোন মজা আছে কি না।

চন্দ্র। প্রচুর—প্রচুর—বেলা হয়ে গেল এখন আসি, অনেকটা যেতে হবে।

নগেন্দ্র। হুঁ। আসুন, এখনও দুটো চারটে চাঁদ মুখ দেখ্‌তে পাবেন।

চন্দ্র। চাঁদ মুখ কি ?

নগেন্দ্র। প্রাতঃকালে ভাগিরথী চাঁদ বদনীদের চাঁদ বদনে পুরে যায়, দেখেন নি ?

চন্দ্র। আমরা বৃদ্ধ, আমাদের আর ও সব দেখ্‌বার সাধ হয় না।

নগেন্দ্র। বুড়োতেই ত মজা, বাবা দুধ্‌ মরে ক্ষীর। আমি কিন্তু ঐ দেখ্‌তেই কখন কখন প্রাতঃ স্নানে যাই।

চন্দ্র। বটে! তবে আমার তাল্‌টা আজ ফস্‌কে গেল। আর বুঝেচেন নগেন্দ্র বাবু, নারী মুখ পদ্মাবলোকনে দোষই বা কি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে,—

"অংশ রূপা কলারূপা, কলংশাংশ সমুদ্ভবা।
প্রকৃতৈঃ দেবী বিশ্বেষু, দেবী চ সর্ব্ব যোষিতঃ।।"

সে অর্থে সকলের সহিতই স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ।

নগেন্দ্র। সে কি পণ্ডিত মশায়, এখনও আতপ চাল দেখেন নি, তবু যে মুখ চুল্‌কুচ্চে।

পণ্ডিত মহাশয় হা হা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। নগেন্দ্র বাবু ভৃত্যকে বলিলেন “হনুমান দাস, তামাকু দেও।”

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

এমন করিয়া কি উপন্যাস লেখা যায় গা পাঠক, তোমার এতে মন উঠিবে কেন? আট পরিচ্ছেদ লেখা হ'ল, কিন্তু এর মধ্যে একটী ভাল স্ত্রীলোক নাই, সেই কটাক্ষপূর্ণ চঞ্চল চাহনি নাই, সেই প্রাণ ভুলানি হাব ভাব নাই, রসিকতা নাই, এতে কি মন ওঠে গা?

পাঠক, কেবল তোমার পরিতৃপ্তির জন্য আমায় এক বার এদিক ওদিক দেখিতে হইল, নিবিড় প্রান্তর মধ্যে নির্জ্জন শিব মন্দিরে যুবক যুবতীর মিলন না দেখিলে যদি তোমার মন না উঠে, তবে আর উপায় কি? তোমার তৃপ্তির জন্যইত পুস্তক লেখা, তবে যাহাতে তোমার সেই রাক্ষসী তৃপ্তির পরিতৃপ্তি হয়, আমি কোন প্রাণে তাহা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?

বেলা প্রায় একটা, সূর্য্যদেব আপন প্রচণ্ড প্রভাবে বিশ্ব সংসার দগ্ধ করিতেছেন, বৃক্ষ পত্র বিভাবসুর কিরণ জালে যেন দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে, এমত সময়ে হাবড়ার জগৎ বল্লভ পুরের মধ্যস্থিত একটী বাটীতে একটি সযৌবনা রমণী নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছেন। বাটিটি ছোট খাট, কিন্তু অপরিস্কার নয়। দ্বিতলে দুইটি কুঠারী; নিম্নতলে গুটি চার পাঁচ ঘর, তাহারই একটী ঘর বহির্ব্বাটির কার্য্য করে। সেই গৃহ মধ্যে তখন সেই যুবতী ব্যতীত তাঁহার মাতা ও একটি দাসী ছিলেন। মাতা নিম্ন তলের একটী কক্ষে শয়ন করিয়া ছিলেন, দাসী গৃহ কার্য্য করিতেছিল।

দ্বিতলের যে কক্ষ মধ্যে যুবতীটি বসিয়া ছিলেন সে ঘরটি বেশ পরিস্কার ও প্রশস্ত। তাহার এক পার্শ্বে একটি খাটে সুন্দর শয্যা শোভা পাইতেছিল, অপর দিকে একটি ছোট টেবিল, তাহাতে খান কতক পুস্তক দোয়াত কলম ও কাগজ বিরাজমান। টেবি-

লের চতুপার্শ্বে চারি খানি চেয়ার। অপর দিকে একটি আল্‌নায় কতক গুলি কাপড় সাজান ছিল। যুবতী সেই কক্ষ মধ্যে শায়িতাবস্থায় "বিদ্যাসুন্দর" পাঠ করিতেছিলেন। এমত্ত সময়ে কে খুট্‌ খুট্‌ খুট্‌ করিয়া বাহিরের দরজার কড়া নাড়িল।

মাতা কহিলেন "ঝি দেখ্‌তো কে।"

ঝি দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল "ও মা তোমার বড় জামাই।"

মাতা ধীর স্বরে বলিলেন "ডাক ডাক্‌ বাড়িতে ডাক্‌, উপরে বস্‌তে বল।"

ঝি "ডাক্‌ব না ত কি ছেড়ে দবো" বলিয়া জামাই বাবুকে হাসিতে হাসিতে বলিল "তবে জামাই বাবু, আমার দিদি বাবু কেমন আছে বল?"

জামাই। আছে ভাল। মাকে বল আমি বি এ পাশ হয়েছি।

ঝি। অবাক্, আবার বিয়ে কি, দিদি বাবুর সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হয়েছে ?

জামাই। দূর্ পাগ্লী।

মাতা ধীরে বলিলেন "ঝি সে পড়া বিয়ে,—উপরে যেতে বল, জ্ঞানদা বুঝি ঘুমিয়েছে।"

ঝি। তবেই ভাল, আমি বলি বুঝি আবার শোবার বিয়ে, উপরে যাও জামাই বাবু, ছোট দিদির এখন দুপুর রাত।

জামাই। জ্ঞানদা বুঝি দিনে বড় ঘুমোয়, আর পড়ে না ?

ঝি। ওমা, দিন রাত চকে আর বয়ে আবার পড়ে না, তুমি বুঝ্তেও পার না, কাল যে ওর চিকন কালা এসে,ছিলেন।

জামাই বাবু "বটে" বলিয়া হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিলেন।

ঝি বলিল "মা, তোমার এ জামাইটী

বেশ, তাঁর তামাক সাজতে সাজ্‌তে হাত ক্ষয়ে যায়।"

মাতা। দুর্‌ আবাগী।

ঝি আবার হাসিয়া কহিল "মাইরি মা।"

জামাই বাবুর বয়স ২০।২১ বৎসরের মধ্যে, বেশ গৌর কান্তি, টিকল নাক, যুগ্ম ভ্রূযুগল, সুটানা বিস্তৃত নয়ন, অঙ্গায়তন পরিপাটী—চুল গুলি বড়ই সুন্দর, সিঁতি কাটিলে আরও সুন্দর দেখায়; নাম দেবেন্দ্র নাথ মিত্র। দেবেন্দ্র বড়ই ভাল ছেলে, ফাষ্ট বুক পড়িয়া অবধি ফাষ্ট প্রাইজ পাইতেছেন। এবার প্রথম শ্রেণীতে বি, এ, পাশ দিয়াছেন। দেবেন্দ্রের পিতা সামান্য গৃহস্থ লোক, বাটি আম্‌তার সন্নিকট একটি গ্রামে। দেবেন্দ্র যখন এণ্ট্রান্স পড়েন, তখন শ্বশুরালয়েই ছিলেন, সেই খান হইতেই স্কুলে যাইতেন। স্কলাসিপ্‌ পাইয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় বাসা করিয়াছেন। দেবেন্দ্র যখন শ্বশুরালয়ে থাকিতেন, তখন তিনি

আপন স্ত্রী ও জ্ঞানদাকে বিশেষ যত্নে লেখা পড়া শিখাইতেন, ছুটি ভগ্নী পিটোপিটি, এক বৎসরের ছোট বড় মাত্র।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দেবেন্দ্র কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জ্ঞানদা সুন্দরী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। বদনের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন চক্ষু নিমীলিত, কিন্তু পলকহীন নহে, বুঝিলেন জ্ঞানদা কৌতুক করিতেছে।

দেবেন্দ্র নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া নিদ্রিতা জ্ঞানদাকে দেখিতে লাগিলেন। জ্ঞানদার সেই আকর্ণ চক্ষু, সেই কুঞ্চিত কেশ, সেই সললিত অধর যুগল প্রতি ক্ষণেক স্থির দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। জ্ঞানদা একখানি নরুণ পেড়ে ধুতি পরিয়া ছিলেন; তাঁহার বর্ণ বিভা সেই সুন্দর বসন ভেদ করিয়া বাহির হইতে ছিল, অসাবধানতায় একটি পীন পয়োধর যেন উঁকি মারিয়া সেই যুবতীর যৌবন গরীমার পরিচয় দিতেছিল।

দেবেন্দ্র বাবু মৃদু স্বরে কহিলেন “রমণীর ভালবাসা কি ভয়ঙ্কর বস্তু—না না আমি বলি রূপ কি ভয়ঙ্কর বস্তু। ওথেলোর প্রাণে ভীষণ আগুন জ্বল্‌চে, তখনও বল্‌চে ‘Let me kiss the rose on the tree” রূপসী রমণী তুই সেই গোলাপ ফুল, আর জ্ঞানদা বলিহারি তোর সৌন্দর্য্যে।—আর বলি হৃদয়, তোর এত দুরাশা কেন? জ্ঞানদা নিদ্রিতা, শুন্‌লে না জানি কি মনে কর্‌তো।

দেবেন্দ্র বাবু তখন জ্ঞানদার প্রতি আবার একটি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন “জ্ঞানদা—জ্ঞানদা।”

জ্ঞানদা ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া বলিলেন “কতক্ষণ—ভাল আছ—দিদি ভাল আছে?”

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ—আমি পাশ হয়েছি।

জ্ঞানদা। শুনেছি।

দেবেন্দ্র। কখন?

জ্ঞানদা। তুমি ঝিকে বল্‌ছিলে, আমি ঘুমের ঘোরে শুনেছি বলে বোধ হয়।

দেবেন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ, তোমার এমন সজাগ ঘুম, আর কিছু শোননি ত?

জ্ঞানদা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলি-লেন "না।"

দেবেন্দ্র। ও খানা কি বই?

জ্ঞানদা। বিদ্যাসুন্দর।

দেবেন্দ্র। আজ কাল বিদ্যাসুন্দরে এত মতি গতি কেন?

জ্ঞানদা। সুধু আমার নয়।

দেবেন্দ্র। বটে!

জ্ঞানদা। তিনি যে বিদ্যাসুন্দর নূতন ধরণে ছাব্‌বেন।

দেবেন্দ্র। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাক্‌বে নাকি?

জ্ঞানদা। ব্যাখ্যা সব লেখা হচ্চে, একদিন চুরি করে তোমায় দেখাব।

দেবেন্দ্র। আমায় দেখাতে হবে না, তুমি দেখ। আর শুনেছ ?

জ্ঞানদা। কি ?

দেবেন্দ্র। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের জেল হয়েছে।

জ্ঞানদা। আহা হা—আর দিন কতক পরে হ'লে বড় ভাল হত।

দেবেন্দ্র। কেন ?

জ্ঞানদা। আরও দু চার খানা গহনা হত।

দেবেন্দ্র উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন "তা বটে, তা ভেবনা, অমন কত দাঁও যুট্‌বে,, এখন দাঁওয়ে দাঁওয়ে যদিন যায়।"

জ্ঞানদা। সে দিন বল্‌ছিল, এবার যে রকম কাট ফাটা রদ্দুর, তাতে অনাবৃষ্টি হবার খুব সম্ভাবনা, তা হলেই দুর্ভিক্ষের এক মস্ত দাঁও যুট্‌বে।

দেবেন্দ্র। জ্ঞানদা, তুমি শিক্ষিতা হয়ে তোমার স্বামীর প্রকৃতি সংশোধন কর্‌তে পার না ?

জ্ঞানদা। স্বামীর মত স্বামী হলে পার্‌তাম,

অমন বেয়াড়া স্বামীর পারিনে।

দেবেন্দ্র। তা ঠিক বলেছ, ওকে সাবধান, যে স্ত্রী থাক্‌তে বিবাহ কর্‌তে পারে, সে বড় সহজ লোক নয়।

জ্ঞানদা। সে কাঁচা মেয়ে তাই পেরেছে, আমি যদি সে হতাম, তা হ'লে জল খ্যাগ্‌রা দিয়ে গঙ্গা পার করে দিয়ে আস্‌তাম। ভাতার নতুন মাগ কাড়্‌তে পারে, আর মাগ সেই ভাতারের বাড়ীর সামনে বাড়ী ভাড়া করে তবলায় চাটি দিতে পারে না?

দেবেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "Tit for tat."

জ্ঞানদা। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে পোষ মান্‌বে কেন? কর্‌তপ. ঠিক রাখা চাই। তার পর যা হয় তা হবে।

দেবেন্দ্র। ওসব বাজে কথা যাক, এখন কি পড়্‌চো বল?

জ্ঞানদা। আমি হেমের "কবিতাবলী" বড় ভাল বাসি ; আহা—

"যৌবন যখন তার, বলিত সে বার বার,
সে আমার আমি তার অন্য কারো হবনা।
ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার
কার ধন কারে দিলি সে আমার হলনা।"

আবার——

"আমারই কি দশা এবে কি আশ্বাসে রয়েছি।"

কি সুন্দর লেখা! এমন করে কি কেউ ভাবে। রমণী ভাবে, তাই রমণীতে হেমকে ভালবাসে। তোমরাত ভাবনা।

দেবেন্দ্র। ভাবিনা! জ্ঞানদা, তোমার এই ধারণা?

জ্ঞানদা। নানা ভাব, তুমি না ভাব্‌লে আর কে ভাব্‌বে ভাই।

জ্ঞানদা আর একটু দেবেন্দ্র বাবুর দিকে সরিয়া বসিলেন।

জ্ঞানদা আবার বলিলেন "দেখ ঈশ্বরের কি মহিমা।"

দেবেন্দ্র। কেন ?

জ্ঞানদা। আজ কলে একটী আবিষ্কার হয়েছে।

দেবেন্দ্র। কি ?

জ্ঞানদা। ঘোষালদের মেয়ে, আমার সই গো—

দেবেন্দ্র। হঁ্যা হঁ্যা বুঝেছি বল।

জ্ঞানদা। সে তার ভাতারকে দেখ্‌তে পারেনা। বাড়ীতে এলেই হিষ্টিরিয়া হয়। আবার যখন তার ভগ্নীপতি আসে তখনও হয়।

দেবেন্দ্র। কেন তার ভগ্নিপতিকে সে ত ভাল বাসে, তবে সে এলে হিষ্টিরিয়া হয় কেন ?

জ্ঞানদা। সে যে হিষ্টিরিয়া ভাঙ্গায়।

দেবেন্দ্রে হাসিয়া উঠিলেন।

জ্ঞানদা। হেসনা, আমাকেও ঐ রোগটা অভ্যাস করতে হবে। দেখ নভেল পড়্‌বার সময়

তুমি কাছে থাক্‌লে আমার হিষ্টিরিয়া হবার উপক্রম হয়।

দেবেন্দ্র। আমিও অসুখ জানি।

জ্ঞানদা। ভালই ত।

দেবেন্দ্র। কর্ত্তা জানেন যে তোমার হিষ্টিরিক ফিট্ হয়?

জ্ঞানদা। জানে না! শুনে অবধি ভেবে সারা। কত গোলাপ জল, ফুলেল্ তেল, গুলকন্দ, মিচ্‌রি পাঠায়,——আবার জানে না!

দেবেন্দ্র। তবে ভাল।

জ্ঞানদা। তাকে জানাতেই ত অসুখ।

দেবেন্দ্র বাবু হাসিয়া উঠিলেন।

জ্ঞানদা। আচ্ছা ভাই মানুষ ঘুমোয় না মরে থাকে, আমি ঘুমুলে তুমি যদি আমায় ছাতে তুলে ফেলে দাও, তা হলেও টের পাই না। বিশেষতঃ মাথা ধরার উপর ঘুমুলে। আমি ঘুমুচ্চি তুমি ঘরে ঢুকেছ, আর আমি যদি অসাবধান হয়ে ঘুমুতাম।

দেবেন্দ্র। তা হলে বাহিরে থেকে ডাক্‌তাম।

জ্ঞানদা। ঠেল্‌লে ঘুম ভাঙ্গতোনা, তা ডাক্‌লে।

দেবেন্দ্র। সে যা হয় করা যেত।

জ্ঞানদা। যে রোদ, মাথা বুঝি ধরে, কেমন দপ্‌ দপ্‌ করছে।

দেবেন্দ্র। Shakespereএর King Johnএ আর্থার বলেছিলেন—

"When your head did but ache
I knit my handkerchief about your
brows."

আমি না হয় তোমার বেঁধে দেব।

জ্ঞানদা। চোক্‌টা পর্য্যন্ত, তোমার পানে এক দৃষ্টে চেয়ে বুঝি আমার মাথা ধর্‌লো।

দেবেন্দ্র। তা, হয় Desdemona তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

"Why do you speak so faintly?
Are you not well?"

ওথেলো কপাল দেখিয়ে বলেছিলেন—

"I have a pain upon my forehead here."

দেস্‌দিমোনা বল্‌লেন—

"Faith, that's with watching; 't will away again,
Let me bind it hard, within this hour
It will be well."

জ্ঞানদা। তবে তুমি ওথেলো নাকি?

দেবেন্দ্র। আর তুমি আমার দেস্‌দেমোনা চাঁদের কোনা।

জ্ঞানদা। দেখ, যেন খুন করোনা।

দেবেন্দ্র। বালাই—কি মিলনটী, অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! তুমি ঈশ্বর গুপ্তকে হারিয়েছ।

জ্ঞানদা। বেশ ত, আমি না হয় কবি হলাম; সে কথা যাক, বলি আজ থাক।

দেবেন্দ্র। আজ আবার থাক্‌বো?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ থাক। রাত্রিতে বেশি মাথা ধরে যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ি, তা হ'লে একবার একবার আমায় দেখে যেও।

দেবেন্দ্র। কেউ যদি দেখে ত কি বল্‌বে?

জ্ঞানদা। দেখ্‌তে পেলেত, উপরে ত আর কেউ থাক্‌বে না, তুমি ও ঘরে শোবে, আর এ ঘরে আমি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

পাঠক! দেবেন্দ্র ও জ্ঞানদার কথা বার্ত্তায় আপনারও মন মজিয়াছে নাকি? যাহার চরিত্রের কথা লিখিতে বসিয়া এত কেলেঙ্কারি, তাহার দেখাদেখি আপনারও চিত্ত বিকৃতি ঘটিল নাকি? মনে যাহাই থাকুক, এখন একটু স্থির হউন, সবুরে মেওয়া ফলিবে জানিয়া রাখুন, এখন একবার শান্তমূর্ত্তি পরিত্যক্তা—প্রমদা সুন্দরীকে দেখুন।

ম্যাটিংএ আচ্ছাদিত একটী কক্ষ মধ্যে নগেন্দ্র বাবু কলম হাতে কাগজ সম্মুখে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ দিকে রাশিকৃত স্তুপাকার সংবাদ পত্র। বামে একটী সেল্‌ফে কতক গুলি বাঙ্গান বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক। সেল্‌ফের পার্শ্বে খান কতক চোয়ারও ছিল, নগেন্দ্র বাবু এক ছত্র লিখিয়া কাটিয়া দিলেন, বলিলেন—

"——রচিব মধুচক্র
গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি।"

এ কিছু বেশি presumtion নয়, কিন্তু আমি এর চেয়ে বেশি কর্‌বো। মাইকেল কি আমা অপেক্ষা পণ্ডিত ছিলেন ? আমি true poet হবো। Truth ভিন্ন worldকে আর কিছুই দেখাব না। কিন্তু লিখি কি ?" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন "এমন একটা বিষয় লিখ্‌তে হবে যা কেউ touch করেনি।—সে ভালই হোক আর মন্দই হোগ। বঙ্কিমের আবার লেখা, তার ত grammer জ্ঞান নাই, আমার লেখায় যে দিন ব্যাকরণ ভুল হবে, সে দিন হাত কেটে ফেল্‌ব। লোকের ভাল না লাগে নেই নেই—আমার ত ভাল লাগ্‌বে। লোকে মন্দ বলে বলুগ, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে বঙ্গে এমন এক সময় আস্‌বে যখন আমার লেখা নিয়ে মহা হুলস্থূল বেধে

যাবে। আর যে হুজুগ জানি তাতে বিক্রির ভাবনা ত নেই—সে যা হোক আমার একটা biography urgently nescessary ;—সেটাই আগে আরম্ভ কর্‌বো নাকি? অমরের কাছে যখন চাকরী কর্‌তাম তখন সে কথায় কথায় আমার লেখা গুলো কট্‌ কট্‌ করে কাট্‌তো, কিন্তু আমার এমন দিন আস্‌বে যে দিন "তার লেখা কাট্‌বো। এখন লোকটাকে চটান হবে না। ওর through দিয়ে আরও কতক গুলো বড় লোকের সঙ্গে আলাপ করা চাই। তা হলে আর আমায় পায় কে? সেদিন কেমন "বঙ্গদর্শনকে" গাল দিয়েছিলাম। সঞ্জীব একেবারে মাটি। সে আবার লিখ্‌তে শিখ্‌লে কবে? লোকে বলে আমি যে গুলো সঞ্জীবের বলে গাল দিয়েছি, সে গুলো সব বঙ্কিমের, আর যে গুলো বঙ্কিমের বলে প্রশংসা করেছি, সে গুলো সব সঞ্জীবের! কথাটা যদি সত্য হয় ত বড় দোষের কথা বটে। এবার থেকে ভাল করে পড়ে তবে

সমালোচনা কর্‌বো। আর ছাই পড়্‌বো কি, বঙ্কিম বাবুর লেখার রস যে সহজে বোঝা যায় না। সে যাই হোগ্‌গে বঙ্কিম বাবুকে সন্তোষ করা নে কথা। কিন্তু বঙ্কিম বাবু কি সে লেখা পড়েছেন? আমার ত বোধ হয় না। লোকটা যে আমাদের গ্রাহ্য করে না,—far beneath his dignity বলে বিবেচনা করে যা লিখি তাও পড়েনা। ওঁকে একবার মাটি কর্‌তে পারি, তবে বুঝি কলমের জোর!

এই hard compititionএ আবার কোথা থেকে দুখানা কাগজ বেরুলো, এ সময়ে গালাগালি না ধর্‌লে চল্‌বে কেন? আমরাও খুব আড়া বাড়িয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলুম ও গুলো উঠে গেলেই যা ছিল তাই হবে, কিন্তু তাত হল না। যাক বিজ্ঞাপন বাড়লো। এই যে তর্কবাগীশ মহাশয় আস্‌চেন—"আস্‌তে আজ্ঞা হয়, প্রণাম হই।"

চন্দ্র। যয়োস্তু পাণ্ডু পুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।”

নগেন্দ্র। জনার্দ্দন ত আপনি।

চন্দ্র। তাইত আপনার জয়।

নগেন্দ্র। আপনার আশীর্ব্বাদের এমনি জোর বটে!

চন্দ্র। তা ত বটেই, সে যাহোক মেয়েদের আনুন না, তাঁরা বিনা বাড়ি যে ভোঁ ভাঁ কর্‌ছে। কথায় বলে——

মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতি কারিণঃ।

যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্নবিদ্যতে।”

নগেন্দ্র। আজ যাব, দেখি কবে আসেন।

চন্দ্র। তৎপর আনুন, আপনার সময় মূল্যবান, যাওয়া আসার সমূহ ক্ষতি।

নগেন্দ্র। তাতে সন্দেহ কি, পণ্ডিত মহাশয় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কি করা উচিত বলুন দেখি?

চন্দ্র। কি বাপু ?

নগেন্দ্র। দেবেন্দ্র বাবু, যিনি আধুনিক সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ লেখক, তিনি আমাদের পত্রে লিখ্‌চেন, তা বোধ হয় জানেন। কিন্তু তাঁর লেখা অনেকে কুরুচিকর বলে।

চন্দ্র। আপনি কার কথা শুনেচেন, কুরুচির কথা প্রচুর থাকে বলেই ত আমাদের এত গ্রাহক।

নগেন্দ্র। বটে !

চন্দ্র। তার সন্দেহ কি ?

নগেন্দ্র। আর একটি কথা আছে।

চন্দ্র। কি ?

নগেন্দ্র। ধর্ম্মের হুজুগ খুব ধরেছে। এ স্রোতটায় গা ভাসান দেওয়ায় ক্ষতি হয় নাই। আর আজ কাল লড়াইএরও একটু হেঙ্গাম আছে। লড়াই লড়াই করে একটি হুজুগ ধরালে বড় রগড় হয়, আর ফাঁকি দিয়ে আমাদেরও অনেক গ্রাহক হয়ে যায়। "এবার পশ্চিমাকাশে একটি কাল মেঘ উঠিতেছে,

এ মেঘে বারি পতন হইবে না, কেবল বজ্র নির্ঘোষ ও শিলা পতন হইবে।” এই রকম ভণিতা করে হুজুগ লাগিয়ে দি। কি বলেন ?

চন্দ্র। অতি উত্তম। এতে সমূহ লভ্য হবে। আর আপনার প্রতি আজকাল লক্ষ্মী সরস্বতীর সমান দৃষ্টি, তাই বলি আপনি সকল বিষয়েই সফলকাম হতে পারেন।

নগেন্দ্র। অনেকেই তাই বলে।

চন্দ্র। বুদ্ধিমান মাত্রেই বল্‌বে, চক্ষে দেখ্‌চে কি না।

এমত সময়ে নগেন্দ্র বাবুর বাসার দ্বার দেশে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া লাগিল। একটি বৃদ্ধ তন্মধ্য হইতে অবতরণ করিলেন, এবং একটি যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন “নাব মা, নাব।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

কথাটা নগেন্দ্র বাবুর কাণে গেল, তিনি ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন "কি মহাশয় ?"

নগেন্দ্র। কিছু নয়।

এমত সময়ে বৃদ্ধটি একটি যুবতীর হস্ত ধরিয়া উপরে উঠিলেন। যুবতীটীকে বাহিরের একটি নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া আপনি ধীর পাদবিক্ষেপে নগেন্দ্র বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

নগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া কহিলেন "আপনি এখানে কেন ?"

বৃদ্ধ। বাবা আমি যে তোমার শ্বশুর হই, অতিথী অভ্যাগতের গৃহস্থের বাটিতে আসিবার

অধিকার আছে, আর আমার তোমার বাটিতে আসিতে অধিকার নাই ?

নগেন্দ্র। একবার কেন, শত বার আছে। আপনি বারমাস এখানে থাকুন, তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু—

বৃদ্ধ সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "আমায় ভাত দিতে হবেনা, যাকে দিতে তুমি ধর্ম্মত বাধ্য, তাকে দাও।"

নগেন্দ্র। ও বিষয় আমায় মাপ কর্‌বেন, আমি ওর মুখ দেখ্‌ব না।

বৃদ্ধ। কেন নগেন ?

নগেন্দ্র। সে সকল অনেক কথা, আপনি ওর পিত, আপনার সাক্ষাতে সে সকল বিষয় divulge কর্‌তে ইচ্ছা করি না।

বৃদ্ধ। কি দোষ ?

নগেন্দ্র। সকলই।

বৃদ্ধ। অসতী ?

নগেন্দ্র। ঐটি কেবল গুণের মধ্যে, নৈলে সকলি দোষ।

বৃদ্ধা। মুখরা ?

নগেন্দ্র। বিপরীত।

বৃদ্ধ। অভক্তি করে ?

নগেন্দ্র। তাও নয়।

বৃদ্ধ। তবে কি ?

নগেন্দ্র। আমি আপনার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে প্রস্তুত নই। আমি নূতন বিবাহ করেছি, সুতরাং আর ওকে নিতে পারিনা।

বৃদ্ধ। স্ত্রী বর্ত্তমানে বিবাহ করা কি উচিত ?

নগেন্দ্র। সে তর্ক আবশ্যক করে না।

বৃদ্ধ। তর্ক আবশ্যক করেনা বটে, কিন্তু কি দোষে স্ত্রী ত্যাগ কর্‌লে জান্‌তে ইচ্ছা হয় না কি ?

নগেন্দ্র। মনের ইচ্ছা মনে থাক্‌।

চন্দ্র। আপনি তবে স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার দার পরি গ্রহ করেছেন ?

নগেন্দ্র। হ্যাঁ।

চন্দ্র। কাজটা ভাল হয় নাই।

নগেন্দ্র। আমি অবুঝ নই, মূর্খ নই, আমি যে একটা অন্যায় করেছি, তা মনে করবেন না। আমার অশাস্ত্রীয় কাজ হয় নাই।

চন্দ্র। কেন?

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—

"সুরাপি ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।

স্ত্রী প্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা।"

ইহার একটা না একটা নিশ্চয়ই ঘটে ছিল জানবেন।

চন্দ্রভূষণ তর্কবাগীশ নগেন্দ্র বাবুর শ্বশুরকে কহিলেন "মহাশয় বিধি লিপিই মূল—

"তথাপি ভিক্ষাং কুরুতে মহেশ্বরঃ।

ললাট বহ্নে রিয়মিব রীতিঃ।।"

"তার ভুল কি মহাশয়" বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নগেন্দ্র। এ আপনার অরণ্যে রোদন, যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করি, তখন কোন্ এত করে ছিলেন ?

বৃদ্ধ। বাকি কি করেছি বাপু। আমি তোমার শ্বশুর, তায় বৃদ্ধ, তোমার হাত দুটো ধরে বলেছি, "বাবা এমন কাজ করোনা, বিনা অপরাধে এ গুরু দণ্ড দিওনা। আমার ঐ একটি মেয়ে, ওকে অতল জলে ভাসিও না।"

বৃদ্ধ আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন "যখন তোমার সঙ্গে আমার প্রমদার বিবাহ দি, যখন মাসহারা দিয়ে তোমায় লেখা পড়া শেখাই, তখন জান্তাম না যে আমার প্রমদার কপাল ভাঙ্গবে।"

নগেন্দ্র। Nonsense, ও সব false obligationsএর কথা পাড়্বেন না, যদি আবশ্যক হয়, তা হলে আপনি যা দিয়েছেন তার চতুর্গুণ নিয়ে যান, দিচ্চি।

"তার আবশ্যক নাই" বলিয়া বৃদ্ধ তর্কবাগীশ মহাশয়কে বলিলেন "মহাশয় আপনি একবার বাহিরে আসুন। আমার কন্যা একবার ঐ ঘরে যাবেন।"

নগেন্দ্র। ওঁর যাবার কোন আবশ্যক নাই, আমি আপনার কন্যার সহিত কথা কহিব না।

"সে কি কথা" বলিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় সরিয়া আসিলেন, প্রমদা সুন্দরী স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

নগেন্দ্র বাবু একটি চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া রাগে গর গর করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রমদা সুন্দরী স্বামীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর সন্নিকটে যাইয়া সজল চক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। অভিমান রমণীর প্রাণ, আজি প্রমদা তাহাকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, কত উৎকণ্ঠিত চিত্তে, ভীতিবিহ্বল ভাবে জীবনের সম্বল, অহিকের সহায়, সতীর একমাত্র সর্ব্বস্ব, স্বামীর নিকট দণ্ডায়মানা। প্রমদার এই কুণ্ঠিত, চকিত, ভীতভাব দেখিয়া যদি কোন প্রমদা হাসেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইব না; প্রমদার এ ভাব নূতন নয়, প্রমদা স্বামীকে দেবতা ভাবেন, মনে মনে পূজা করেন, প্রাণে প্রাণে ভালবাসেন,

সে প্রমদা স্বামীর নিকট এ ভাবে না যাইয়া করে কি ? কিন্তু স্বামী কি আর থাকিতে পারিবেন ? তাঁহার পাষাণ হৃদয় কি আর স্থির থাকিবে ? প্রমদার বুঝিবা সাধনার সিদ্ধি হইল। নগেন্দ্র বাবু হয়ত এখনি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করি-বেন, সেই সরোজ নয়নের তপ্ত অশ্রুধারা রুমাল দিয়া মুছাইয়া দিবেন। কিন্তু একি, কি ভাবি কি হয়।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন "প্রমদা তোমার এ অভিসার কেন, যে ভাবে ছিলে সে কি ভাল নয় ?"

দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রমদা অভিসারের অর্থ বুঝিলেন না, বলিলেন "কি অন্যায় করেছি।"

নগেন্দ্র। অভিসার কেন ?

প্রমদা। সে কি ?

নগেন্দ্র। তুমি অভিসারের অর্থ জাননা, আর জানদা অভিসারের টিকা কর্‌ছে। তুমি কোন সাহসে আমার স্ত্রী হবার স্বাধীনতা চাও ?

প্রমদা নিরুত্তর।

নগেন্দ্র। এখানে এলে কেন ?

প্রমদা। তোমায় না দেখে যে থাক্‌তে পারিনা।

নগেন্দ্র। আমি কে, আর তুমি কে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?

প্রমদা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "অন্য কোন সম্পর্ক না থাক, আমি ত তোমার দাসী। আমি কেন তোমার সেবা করতে পাব না ?"

নগেন্দ্র। তোমার সেবার আবশ্যক নাই, ক্ষমা কর, বাড়ী যাও।

প্রমদা। তুমি যেখানে সেইত আমার বাড়ী, আবার বাড়ী কোথা ?

নগেন্দ্র। তোমায় এ মৎলব্ কে দিলে ?

প্রমদা। কেউ না।

নগেন্দ্র। এখানে কি এক্‌লা এলে ?

প্রমদা। বাবা সঙ্গে এলেন।

নগেন্দ্র। কেন এলেন ?

প্রমদা। আমার অবস্থা দেখে।

নগেন্দ্র। বুঝেছি, বুঝেছি—আমি বোকা নই, প্রমদা ভাল চাও ত এখান থেকে য[illegible], আমি তোমার ছায়াও দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি ঘোর অশি-ক্ষিতা, ঘোর অসভ্যা, তোমার সহিত আমার একত্র বাস অসম্ভব।

প্রমদা। এই সামান্য দোষে আমায় এত শাস্তি দেবে?

নগেন্দ্র। এত সামান্য শাস্তি।

প্রমদা। এর চেয়ে স্ত্রীলোকের আর কি অধিক শাস্তি আছে?

নগেন্দ্র। ঐ জ্ঞান পূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল না, লেখা পড়া শিখ্‌লে ভাল হ'ত না?

প্রমদা। আমি কবে তোমার কোন্ কথা শুনিনি। আমায় জোর করে বল্‌লে, কি আমি সে কাজ কর্‌তাম না।

নগেন্দ্র। জোর করে বল্‌তে হবে? তোমার

খোসামদ করতে হবে, পায়ে ধর্‌তে হবে ?—বটে !

"ও গো তোমার পায়ে পড়ি আমায় ওসব কথা বলো না।" বলিয়া রোরুদ্যমানা। প্রমদা সুন্দরী পাষাণহৃদয় নগেন্দ্র বাবুর পদতলে নিপতিতা হইলেন।

নগেন্দ্র। ছাড়, পা ছাড়।

প্রমদা। আমি ছাড়্‌ব না, আমায় মাপ কর্‌তেই হবে, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌তেই হবে. আমি তোমায় না দেখে থাক্‌তে পারি না. জগৎ সংসার অন্ধকার দেখি, আমার কিছু ভাল লাগে না। আমি দাসী-ভাবে তোমার বাড়ীতে থাক্‌বো। জ্ঞানদা আমার মার পেটের বোন. আমি তাকে আপনার মত ভাল বাস্‌বো, তার দাসী হয়ে থাক্‌বো, আমায় পায়ে ঠেল না। তোমা বই আর আমার কেউ নেই।

নগেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "একি এ যে (Council Branson) কাউন্সিল ব্র্যান্সনের মত বক্তৃতা আরম্ভ কল্লে।"

প্রমদা। আমায় বল, নইলে তোমার প ছাড়্বো না, এই খানে মর্বো। তোমার পা ধরে যদি মরি তাতেও আমার স্বর্গ হবে।

নগেন্দ্র "Nasty hypocrite" বলিয়া সজোরে প্রমদাকে পদমুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। প্রমদা প্রাণপণ যত্নে তাঁহার পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিল।

নগেন্দ্র। আমায় ছাড়, সন্ধ্যা হল, আমার জগৎবল্লভপুর যেতে হবে।

প্রমদা চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে বলিলেন "তা আমি ছাড়্ব না, আমার অভয় দাও, আমায় স্থান দাও, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

নগেন্দ্র "আবার" বলিয়া আরও সজোরে তাঁহাকে

পদমুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, প্রমদা সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, তাহার বক্ষে ভীষণ আঘাত লাগিল, প্রমদা উলটাইয়া পড়িয়া গেলেন, মুখ দিয়া গোটা লাল ভাঙ্গিতে লাগিল, চক্ষু উর্দ্ধ দিকাশ্রয় করিল, নিশ্বাসের প্রক্রিয়া হ্রাস হইল, কেবল কণ্ঠদেশে প্রাণ বায়ু ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। বীরকেশরী নগেন্দ্র বাবু পতিপ্রাণা স্ত্রীর এই দশা করিয়া বীরদর্পে বাহিরে আসিলেন।

বৃদ্ধ "বাপ্রে, কি হলরে, আমার মেয়ে মেরে ফেল্লেরে, বাছা আমার সমস্ত দিন মুখে এক গণ্ডুষ জল দেয়নিরে" বলিয়া ছুটিয়া প্রমদার নিকট গেলেন।

নগেন্দ্র "Hold your tongue, you old fool" বলিয়া ঘুসি তুলিয়া বৃদ্ধকে মারিতে যাইতেছেন এমন সময়ে চন্দ্রভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "নগেন্দ্র বাবু

করেন কি, করেন কি? "স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ংকরী," ওদের কথা শুনতে আছে। স্ত্রীলোকের কথায় রাগ কেন?"

নগেন্দ্র রাগান্ধ হইয়া বলিলেন "আমায় ছাড়ুন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় রাগ করিনি, আমি তার কাছেও যাব না, এই বুড়টাকে একটু শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি—দেখুন না চীৎকারের ঘটা দেখুন না।"

চন্দ্র। না না আর রাগে কাজ নাই, আমার কথা রাখুন।

বৃদ্ধ সরোদনে বলিলেন "আমার প্রাণ ফেটে যায় গো—প্রমদার কি হলো গো, আর যে আমার কেউ নেই গো।"

নগেন্দ্র বাবু ব্যঙ্গসহকারে "তোমার মাথা আর মুণ্ডু হলো গো; শ্যামচাঁদ দেখালে সব ঠাণ্ডা হতো" বলিয়া ভৃত্যকে বলিলেন "হনুমানদাস, আবি এ লোককো বাড়ীসে নেকাল দেও।"

হনুমান "যো হুকুম" বলিয়া ছুটিয়া আসিল, নগেন্দ্র বাবু ছড়ি হাতে করিয়া জগৎবল্লভ-পুর শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন; নগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে বলিলেন "আসুন না।"

চন্দ্র। একটু থাকিয়া গেলে হইত না?

নগেন্দ্র। কিছু আবশ্যক নাই।

তর্কবাগীশ মহাশয় অগত্যা তাঁহার সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

পাঠক, এই সময়ে একবার আমার সহিত জ্ঞানদার পিত্রালয়ে আসুন। সেই উপরের ঘরটিতে প্রবেশ করুন। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকা। জ্ঞানদা সুন্দরী সুন্দর বেশে বিভূষিতা হইয়া চেয়ারে বসিয়া কি লিখিতেছেন। লেখা শেষ হইল, একবার দুইবার তিনবার সেটিকে পাঠ করিয়া মোড়ক করিলেন, শিরোনামা দিয়া সেই পার্শ্ব-বর্ত্তী গৃহের খট্টোপরি রাখিয়া আসিলেন, ঠিক তাহারই অতি নিকটে একটি আলোক জ্বালিয়া রাখিলেন।

দেবেন্দ্র বাবু আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পর দুই একটী বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, দাসী সে দিন বাটীতে নাই, জ্ঞানদার

মাতা নিদ্রিতা, বাহিরের দরজা ঠেসান আছে, দেবেন্দ্র বাবু আসিয়া বন্ধ করিবেন, এই কথা। জ্ঞানদা আশান্বিত প্রাণে, উৎকণ্ঠিত চিত্তে, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে কে দরজা খুলিল, অমনি জ্ঞানদা আপন শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেন, দেয়ালের দিকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া, কপট নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

এদিকে নগেন্দ্র বাবুর আজ আর মনের ঠিক নাই—বাটীতে আসিয়া কাহাকেও ডাকিলেন না, ধীরে ধীরে উপরে গেলেন। যে কক্ষ দিয়া জ্ঞানদার কক্ষে যাইতে হয়, সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন শয্যার নিকটে একটি আলো জ্বলিতেছে, এবং তাহারই নিকটে একটি পত্র রহিয়াছে। নগেন্দ্র বাবু পত্র খানি দেখিয়া মনে করি-লেন "প্রেমময়ী সুশিক্ষিতা জ্ঞানদা আজি আমি আসিব তাহা বুঝিতে পারিয়া এ পত্র খানি এখানে রাখিয়াছে। ধন্য শিক্ষার মহিমা! কৌতুক-

প্রিয়া এক নূতন কৌতুক করিয়াছে।” তিনি পত্র খানি খুলিলেন, সেখানি এইরূপ ;—

“তোমায় কেন ভাল বাসি?—ভাল বাসিতে আপত্তি নাই, তুমি ভাল বাসিবার বস্তু, তোমায় ভাল বাসিব না? কিন্তু আবার বলি কেন ভাল বাসি? রমণী হৃদয় ত ক্ষুদ্র কুপ মাত্র, ইহার মধ্যে এ উত্তাল তরঙ্গ কেন? এ মহাপ্রলয় কেন? তোমায় ভালবাসা কি অন্যায়?—সে অন্যায় কি দুর্ব্বলা রমণীর?—না তোমার? যখন তত জ্ঞান ছিল না, যখন সংসারের দারুণ নিষ্পেষণের বিষময় যাতনা জানিতাম না, তখন কেন তুমি দেবভাবে এ হৃদয় মধ্যে স্থানাধিকার করিলে? তুমি পুরুষ আমি রমণী—আমার যখন বিবাহ হয়, তখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সে আমায় কত কি পড়াইয়াছ, সেই অমৃতশ্রাবী মধুর সম্ভাষণে কত উপদেশ দিয়াছ, কেন দিয়াছিলে ভাই—তুমি রমণীর প্রাণ জান না, তাহার প্রতাপ ভাব না। আমি যে আত্মহারা হইয়া ছিলাম, আমি যে সকল ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তোমাময় জগৎ সংসার দেখিতাম, যে পৃথিবীতে তুমি নাই, সে পৃথিবীই নয়, যে গৃহে তোমার পবিত্র ছায়া নাই, সে গৃহই নয়—যে হৃদয়ে তোমার রূপ কান্তি বিরাজ

করে না, সে হৃদয়ই নয়—তাই সেই বালিকা হৃদয়ে এ কুপ্রবৃত্তির বীজ কে রোপণ করিয়াছিল? বস্তুতঃ কে তাহা জানি না, কিন্তু তোমায় ভাল বাসাই তাহার মূল। কেন তোমায় ভাল বাসিলাম? ঘনিষ্টতাই কি সে ভাল-বাসার মূল? না না তাহা নয়—পল্লীর অনেক যুবকই আমায় শৈশবাবধি ভাল বাসে, যত্ন করিয়া অনেকে আমায় শিক্ষা দিয়াছে, কিন্তু কই তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও ত কখন ভাল বাসি নাই,—কিন্তু তোমায় কেন ভালবাসি? কেন, তাহা জানিনা—কিন্তু প্রাণের বেগ আর সহ্য হয় না, হৃদয়ে একটা মহাপ্রলয় অচিরে আরম্ভ হইবে তাহা বুঝিয়াছি, আমার মরণই মঙ্গল। আমি মরিলে কি তোমার চক্ষু হইতে এক বিন্দুও বারি পতন হইবে না? তোমার চক্ষে বারি দেখিলে আমি অনন্ত কাল মরিতে পারি,—সে যাতনায় আমার অনন্ত শান্তি, অনন্ত পরিতৃপ্তি হয়। প্রেমময়ী রাধিকার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি আমার প্রাণে প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে লাগে;—

'মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।
তোমরা যতেক সখি থেক মঝু সঙ্গে।
মরণ কালে কৃষ্ণনাম লিখ মঝু অঙ্গে।

মা পোড়াইও রাধাঅঙ্গ, না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে॥
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয় দরশনে॥"

হৃদয় বারুদে আর আগুণ দিব না। নিষ্ঠুর পুরুষে মনের কথা বলিব না॥ একটী মিনতি, অধীনীর এই অনুরোধটী রাখিও। বড় মাথা ধরিয়াছে, হিষ্টিরিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। পত্র লিখিয়াই শয়ন করিলাম। বোধ হয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয় সহজে জ্ঞান আসিবে না। কেমন থাকি রাত্রে দেখিও,—আবোল্ তাবোল্ বকিলে কিছু মনে করিও না।

উপসংহারে একটী কথা বলি,—পততি পতত্রে সচকিত নেত্রে—হইয়া রহিলাম, এ কথাটী মনে রাখিও,

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসী মুণ্ডনং
দেহী পদ পল্লব মুদারং।

জীবনে মরণে
"তোমারই"

পত্র খানি পাঠ করিয়া নগেন্দ্র বাবুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, শিরোনামায় দেখিলেন সেই পদ্ম-হস্তের লেখা—"বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র।" একবার ভাবিলেন "পাপিয়সী, এই তোর কার্য্য, এই তোর শিক্ষা, এই তোর পতিপ্রেম, এখনি তোর জীবলীলা সাঙ্গ করিব। এখনি তোকে তমালের ডালে ঝুলা-ইব। আবার ভাবিলেন " না না', অকস্মাৎ কোন কর্ম্ম করা উচিত নয়, ইহার গূঢ় রহস্য জানা আবশ্যক।"

আবার ভাবিলেন "রহস্য আমার মাথা আর মুণ্ড। কিন্তু আমি ঘোর মূর্খ, আর মূর্খ বলি-য়াই আমার এই দশা। যেদিন জ্ঞানদা ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া হনুমান দাসকে ডাকে, সেদিন আমার সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু আমি কেন তখনি তাহার প্রতিবিধান করি নাই?—তখন এতটা ভাবি নাই—জ্ঞানদাকে সয়তানী বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে নাই!—জ্ঞানদা শিক্ষিতা, তথাচ তাহার এমন

গতি গতি কেন? ইহা কি শিক্ষার দোষ, না না তাহা কখন নয়—জ্ঞানদার সহবাসের দোষ।”
নগেন্দ্র বাবু বিস্ফারিত লোচনে, স্থির দৃষ্টিতে আড়ষ্টভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক কি ভাবিলেন, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ধীরে ত্যাগ করিয়া বলিলেন “দেখি কি হয়।”

নগেন্দ্র যখন পত্র পাঠে নিযুক্ত, তখন জ্ঞানদা ভাবিতেছিলেন “দেবেন্দ্র এখনি আসিবে, পত্র পড়িয়া নিশ্চয়ই তাহার হৃদয় গলিবে। আমার প্রাণের কথা বুঝিবে।” কিন্তু জ্ঞানদা মহা ভ্রমে পতিতা হইয়াছেন! তিনি কোথায় ভাবিতে-ছেন—দেবেন্দ্র বাবু, কিন্তু পত্রপাঠক যে নগেন্দ্র বাবু!

নগেন্দ্র বাবু জ্ঞানদার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন জ্ঞানদার চক্ষু নিমীলিত, ওষ্ঠ যুগল ঈষৎ প্রকম্পিত হইতেছে, জ্ঞানদা হাত পা ছুড়িতেছেন। নগেন্দ্র বাবু ধীরে ধীরে যাইয়া শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

জ্ঞানদা জড়িত স্বরে কহিলেন “ ওঃ কি যাতনা, দেবেন্দ্র তুমি কি নিষ্ঠুর!”

নগেন্দ্র ভাবিলেন “ এ কি!”

জ্ঞানদা। ভালবাসায় শান্তি নাই, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই---তুমি দেবতা বলিয়া কি তোমায় পাব না ?”

নগেন্দ্রের বক্ষ দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইল। ভাবিলেন “ কি সর্ব্বনাশ !”

জ্ঞানদা। ঈশ্বর নিষ্ঠুর, বড় নিষ্ঠুর, মন ভাবেনা, প্রাণ দেখে না, যে যা না চায় তাকে তাই দেয়—প্রাণের মত বস্তু দেয় না।

নগেন্দ্র ভাবিলেন “ সংসার তুমি রসাতলে যাও, জ্ঞানদা পাপিষ্ঠা তুমি নিপাত যাও।”

জ্ঞানদা। কিন্তু দেবেন্দ্র তুমি নিষ্ঠুর, কেন নিষ্ঠুর, দেবতা বলিয়া কি ? আমি তোমার আরাধনা করি, তুমি প্রসন্ন হওনা কেন ? আমার মনমত

বর দাওনা কেন? আমার হৃদয় সাহারার শান্তি ওয়েসিস্ হওনা কেন?

নগেন্দ্র বাবুর মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্ত সংস্থাপন করিয়া বজ্রমুষ্টি ধারণ করিলেন। আবার কি ভাবিলেন, বলিলেন "না, এখনও নয়, জ্ঞানদার গায় হাত দিয়া দেখি জ্বর হইয়াছে কি না?" নগেন্দ্র বাবু জ্ঞানদার কপালে হাত দিলেন, দেখিলেন উষ্ণ বটে, কিন্তু তত নয়, ভাবিলেন "এত delirium হইবার উপযুক্ত উষ্ণ নয়।" বক্ষে হস্ত দিলেন, দেখিলেন বক্ষ দুর্ দুর্ করিতেছে, ভয়ঙ্কর রূপে দুর্ দুর্ করিতেছে। ভাবিলেন "এ কি heart disease না palpitation of the heart?" এতক্ষণে জ্ঞানদার চট্‌কা ভাঙ্গিল, ভাবিলেন "এ হাত ত দেবেন্দ্রের নয়—এ যে নগেন্দ্রের সেই বাকুড়ে হাত। কি সর্ব্বনাশ! উপায়! তাহার বক্ষ আরও দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, হৃদয় তোল্ পাড় হইতে লাগিল, জ্ঞান লোপ পাইবার

উপক্রম হইয়া আসিল। ভাবিল—"কেন পত্র লিখিয়াছিলাম, কেন মাথা ধরার ভাণ করিয়া ছিলাম।" জ্ঞানদা মনে মনে আপন অদূরদর্শিতাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিল।

পাঠক, এখন আপনি কি দেখিবেন? সেই অভাগিনী মৃত্যু শয্যায় শায়িতা প্রমদা সুন্দরীকে দেখিবেন, না শিক্ষিতা প্রেমময়ী জ্ঞানদাকে দেখিবেন? দ্বিতীয় ভাগে আপনাকে উভয়ই দেখাইব।

মডেল ভ্রাতায় মহাশক্তির ষোড়শপচারে পূজা দেখিতে পাইবেন। সন্ধিপূজা, ছাগ মেষ মহিষ প্রভৃতি সকল প্রকার বলিদান দেখিতে পাইবেন। আবার বাইনাচ, খ্যামটা নাচ, পাঁচালি হইতে মতি রায়ের যাত্রা পর্য্যন্ত সকলি প্রত্যক্ষ করিবেন। মডেল ভ্রাতা প্রথম ভাগ সেই মহাশক্তি আরাধনার সোপান, বোধন মাত্র। দ্বিতীয় ভাগে পূজা আরম্ভ হইবে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।